আনন্দের সংসার



অ.

এ বইয়ে

নিবেদন

'আনন্দর সংসার' আবার পুনর্মুদ্রিত হ'ল। যাঁরা বয়স্ক-শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা জানেন নিরক্ষরকে সাক্ষর করা অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু তাঁর সাক্ষরতাকে বাঁচিয়ে রাখা বড় শক্ত। তার প্রধান কারণ সদ্যসাক্ষরদের উপযুক্ত বইয়ের অভাব। বয়স্কদের জন্য যে পাঠ রচিত হবে তার বিষয়বস্তু যদি তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয় তবেই তা তাঁদের আগ্রহ সঞ্চার করতে পারবে। তা ছাড়া সদ্যসাক্ষরদের জন্য লেখার একটি বিশিষ্ট রূপ থাকা দরকার। ছোট শব্দের ব্যবহার করতে হবে এবং লেখার মধ্যে যদি একটি rhythm বা ছন্দ থাকে তাহলে পাঠকদের পড়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

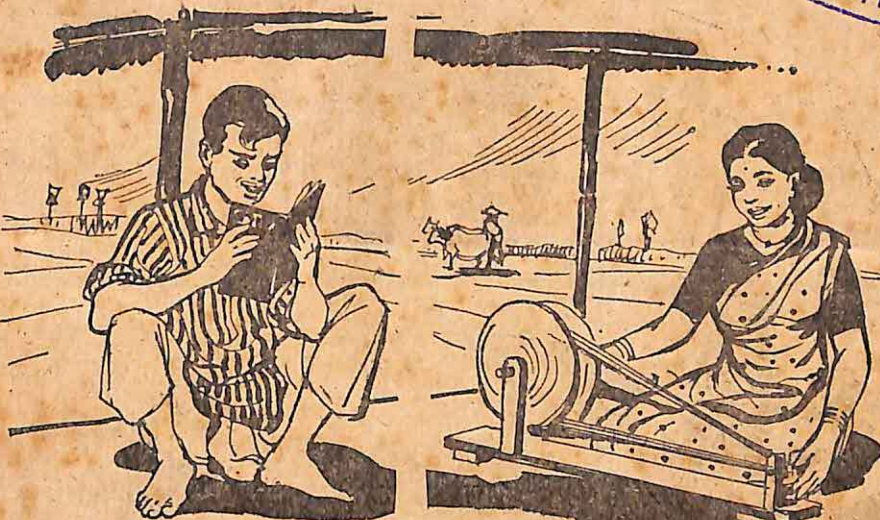
আমাদের 'আসুন পড়ুন' বলে বয়স্কদের জন্য একটি প্রাথমিক পাঠ বা প্রাইমার আছে। তারই পরবর্তী follow-up বই হিসাবে 'আনন্দর সংসার' ব্যবহার করতে হবে।

সত্যেন মৈত্র
বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ।

আনন্দর সংসার
ষষ্ঠ সংস্করণ
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

মূল্য : এক টাকা চল্লিশ পয়সা

শ্রীসত্যেন মৈত্র, বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ, ১/৬ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
কর্তৃক প্রকাশিত ইম্প্রেশন, ৩৩বি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা,
শ্রীসুধাতোষ বোস কর্তৃক মুদ্রিত।



১ম পাঠ

আনন্দ পড়তে শিখেছে

আনন্দ পড়েতে শিখেছে। আনন্দ বই পড়তে শিখেছে। আনন্দ ভাল বই পড়তে শিখেছে।

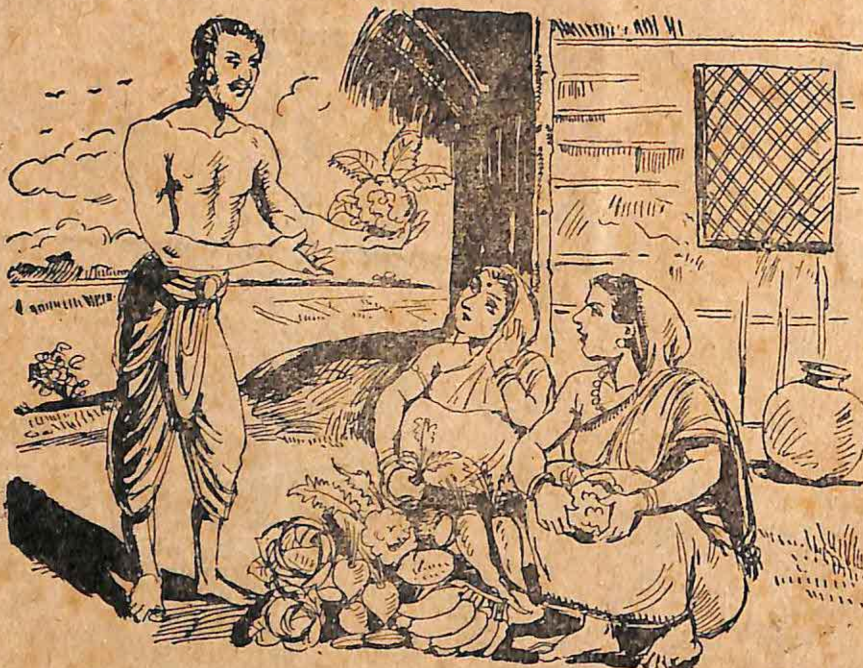
আনন্দ বুদ্ধিমান লোক। আনন্দ ভাল লোক। আনন্দ তার স্ত্রীকে পড়ে শোনাত।

আনন্দ তার স্ত্রীকে বই পড়ে শোনাত, আনন্দ তার স্ত্রীকে ভাল বই পড়ে শোনাত। আনন্দ বুদ্ধিমান লোক।

আনন্দ তার স্ত্রীকে বল্‌ল,

এ বই ভাল। এ বইয়ে ভাল ভাল বিষয় আছে। আনন্দ তার স্ত্রীকে বল্‌ল, আমরা এ কাজগুলি করব।

আমরা এ কাজগুলি করব। আমরা এ বইয়ের ভাল কাজগুলি করব। এ বইয়ে ভাল ভাল বিষয় আছে। আমরা এই ভাল কাজগুলি করব।



২য় পাঠ

আনন্দ খাদ্যের বিষয় পড়ছিল

আনন্দ খাদ্যের বিষয় পড়ছিল।

আনন্দ তার স্ত্রীকে বল্‌ল, এটি খাদ্যের উপর বই। এটি খাদ্যের উপর ভাল বই। আমরা এ বইটি পড়ব।

আনন্দ তার স্ত্রীকে পড়ে শুনাল,

অনেক লোক দুর্বল! অনেক লোক কেবল এক রকমেরই খাদ্য খায়। তারা কেবল এক রকমেরই খাদ্য খায়। এ জন্য অনেক লোক দুর্বল হয়।

তারা অনেক রকমের খাদ্য খায় না। অনেক লোক কেবল ডালভাত খায়।

তারা কেবল ডালভাতই খায়। তারা কেবল এক রকমের খাদ্য খায়।

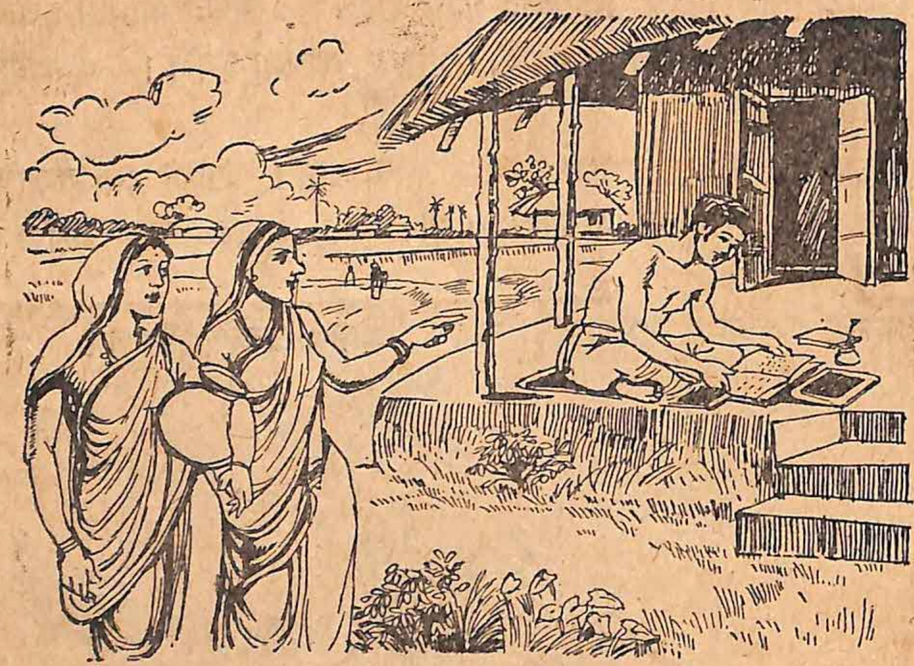
আনন্দ তার স্ত্রীকে বল্‌ল,

আমরা কেবল এক রকমেরই খাদ্য খাই। এ জন্যই আমরা দুর্বল।
আমরা কেবল ডালভাত খাই, এ জন্য আমরা দুর্বল। এ বইয়ে লেখা আছে।
বুদ্ধিমান লোকেরা অনেক রকমের খাদ্য খায়। তারা এক রকমের খাদ্য খায় না। তারা অনেক রকমের খাদ্য খায়, এ জন্যই তারা দুর্বল নয়।

গোলাপী বল্‌ল,

আমরা অনেক রকমের খাদ্য খাব। আমরা দুর্বল হব না।





৩য় পাঠ

আনন্দের স্ত্রী ও পড়শী

আনন্দর স্ত্রী তার পড়শীর নিকট বল্‌ল,

আনন্দ একটি ভাল বই পড়ছে।

পড়শী বল্‌ল,

আমি শুন্‌তে চাই। আমি বইয়ের ভাল বিষয় শুন্‌তে চাই।

আনন্দর স্ত্রী বল্‌ল,

এ বইয়ে লেখা আছে, বুদ্ধিমান লোক শাকসব্‌জি খায়। সে কেবল ডালভাত খায় না।

পড়শী বল্‌ল,

বুদ্ধিমান লোক কি কি শাকসব্‌জি খায়?

আনন্দর স্ত্রী বল্‌ল,

তারা অনেক রকমের শাক খায়।

আনন্দর স্ত্রী বল্‌ল,

তারা অনেক রকমের শাক খায়। তারা পালং শাক খায়। তারা সরষে শাক খায়। তারা কলাই শাক খায়। তারা ছোলার শাক খায়। এবং তারা কলমীপুঁই শাক খায়।

পড়শী জিজ্ঞাসা করল,

"পালং শাক কি ভাল ?"

পড়শী জিজ্ঞাসা করল,

"সরষে শাক কি ভাল ?"

পড়শী জিজ্ঞাসা করল,

"কলাই শাক কি ভাল ?"

পড়শী জিজ্ঞাসা করল,

"ছোলার শাক কি ভাল ?"

পড়শী জিজ্ঞাসা করল,

"কলমী ও পুঁই শাক কি ভাল ?

আনন্দর স্ত্রী আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল,

শাকের বিষয় বইয়ে কি লেখা আছে ?

আনন্দ বই পড়ল,

পালং শাক শরীর শক্ত করে। সরষে শাক শরীর শক্ত করে। কলাই শাক শরীর শক্ত করে। ছোলার শাক শরীর শক্ত করে এবং কলমী ও পুঁই শাক শরীর শক্ত করে।

আনন্দ বল্‌ল,

বইয়ে লেখা আছে, গজানো ছোলা শরীর শক্ত করে। ডাল শরীর শক্ত করে।

পড়শী বল্‌ল,

আমরা গজানো ছোলা খাব। আমরা ডাল খাব। আমরা পালং শাক খাব। আমরা সরষে শাক খাব। আমরা কলাই শাক খাব। আমরা ছোলার শাক খাব।

আনন্দর স্ত্রী বলল,

আমরা গজানো ছোলা খাব। আমরা ডাল খাব। আমরা পালং শাক খাব। আমরা সরষে শাক খাব। আমরা ছোলার শাক খাব। এবং আমরা কলমী ও পুঁই শাক খাব।



৪র্থ পাঠ

গর্ভবতী মেয়েদের খাদ্য

পড়শী আবার আনন্দর বাড়ী এল।

পড়শী গোলাপীকে বল্‌ল,

'আমার মেয়েটি গর্ভবতী। আমার মেয়েটির কি খাওয়া উচিত?

গোলাপী আনন্দকে বল্‌ল,

আমাদের পড়শীর মেয়েটি গর্ভবতী। তার মেয়েটির কি খাওয়া উচিত?

আনন্দ তার বই পড়ল।

সে গর্ভবতী মেয়েদের বিষয় পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,

গর্ভবতী মেয়েদের অনেক দুধ খাওয়া উচিত। গর্ভবতী মেয়েদের অনেক দই খাওয়া উচিত।

পড়শী বলল,

আমাদের দুধ আছে। আমরা দই পাতব। আমি আমার মেয়েকে দই খাওয়াব।

আনন্দ আবার তার বই পড়ল,

গর্ভবতী মেয়েদের অনেক ঘোল খাওয়া উচিত।

গোলাপী পড়শীকে বল্ল,

তোমার মেয়ের জন্য ঘোল তৈরী করতে হবে।

পড়শী বলল,

আমি ঘোল তৈরী করব। আমার অনেক দুধ আছে। আমার মেয়েটির অনেক ঘোল খাওয়া উচিত।

আনন্দ আবার তার বই পড়ল,

গর্ভবতী মেয়েদের অনেক ফল খাওয়া উচিত।

পড়শী জিজ্ঞাসা করল,

আমার মেয়ের কি কি ফল খাওয়া উচিত ?

আনন্দ আবার তার বই পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,

আম এবং জাম গর্ভবতী মেয়েদের জন্য ভাল। তেঁতুলও গর্ভবতী মেয়েদের জন্য ভাল।

গোলাপী তার পড়শীকে বলল,

তোমার মেয়েকে আম এবং জাম খাওয়াবে। তোমার মেয়েকে তেঁতুল খাওয়াবে।

তোমার মেয়েকে পেঁপে খাওয়াবে। পেঁপে তার জন্যে ভাল।





৫ম পাঠ

আনন্দ খোস পাঁচড়ার বিষয় পড়ছিল

গোলাপীর পড়শীর খোস পাঁচড়া হয়। গোলাপীর পড়শী আনন্দর মেয়েকে ছুঁয়েছিল। তারপর গোলাপীর মেয়েরও খোস পাঁচড়া হল। গোলাপীর মেয়ে গোলাপীকে ছুঁয়েছিল। তারপর গোলাপীর খোস পাঁচড়া হল।

গোলাপী আনন্দকে বলল,

আমাদের পড়শী খোস পাঁচড়া হয়েছে। আমাদের পড়শী আমাদের মেয়েকে ছুঁয়েছিল। এখন আমাদের মেয়েরও খোস পাঁচড়া হয়েছে। আমাদের মেয়ে আমাকে ছুঁয়েছিল। এখন আমারও খোস পাঁচড়া হয়েছে।

আনন্দ খোস পাঁচড়ার উপর বই পড়ল।

আনন্দ গোলাপীকে বলল,

এক রকম বীজাণু থেকে খোস পাঁচড়া হয়। বীজাণুগুলি খুব ছোট।

তুমি সেগুলি চোখে দেখতে পাও না। বীজাণুগুলি চামড়ার মধ্যে ঢোকে।
এই বীজাণু থেকেই খোস পাঁচড়া হয়।
আমাদের পড়শীর চামড়ায় খোস পাঁচড়া হয়েছে।
ঐ ছোট বীজাণু থেকেই তার খোস পাঁচড়া হয়েছে।
আমাদের পড়শী আমাদের মেয়েকে ছুঁয়েছিল।
ঐ বীজাণু আমাদের মেয়েটির চামড়ার তলায় ঢুকেছে।
ঐ বীজাণু থেকেই তার খোস পাঁচড়া হয়েছে।
ঐ বীজাণু তোমারও চামড়ার তলায় ঢুকেছে।
ঐ বীজাণু থেকেই তোমার খোস পাঁচড়া হয়েছে।

বইয়ে লেখা আছে,

ওষুধ দিয়ে তুমি ঐ বীজাণু মেরে ফেলতে পার। তোমার চামড়ায় ওষুধ লাগাও।
ওষুধ বীজাণু মেরে ফেলবে। তোমার খোস পাঁচড়া হবে না। ওষুধ তোমাকে ভাল করবে।
বীজাণু কাপড় জামার মধ্যেও ঢোকে। কাপড় জামার ওষুধ লাগাও।
ওষুধ বীজাণু মেরে ফেলবে।
তা হলে কাপড় জামা থেকে তোমাদের খোস পাঁচড়া হবে না।
তারপর আনন্দ ওষুধ কিনল। সে বাজার থেকে ওষুধ কিনল।
গোলাপী তার চামড়ায় ওষুধ লাগাল। ওষুধ বীজাণু মেরে ফেলল।
সে ভাল হল।
মেয়েটি তার চামড়ায় ওষুধ লাগাল। সে ভাল হল।
পড়শী তার চামড়ায় ওষুধ লাগাল। ওষুধ বীজাণু মেরে ফেলল।
সে ভাল হল।
গোলাপী ওষুধ দিয়ে তার কাপড় জামার বীজাণু মেরে ফেলল।
মেয়েটি ওষুধ দিয়ে তার কাপড় জামার বীজাণু মেরে ফেলল।
পড়শী ওষুধ দিয়ে তার কাপড় জামার বীজাণু মেরে ফেলল।
তাদের আর খোস পাঁচড়া ছিল না।



৬ষ্ঠ পাঠ

আনন্দ মাছির বিষয় পড়ল

আনন্দর ঘরে অনেক মাছি ছিল। আনন্দর খাবারের উপর মাছি বসছিল।

মাছির পা খাবারের উপর ছিল। আনন্দ তার বইয়ে মাছির বিষয় পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,

মাছি ময়লার উপর পা রেখে বসে। ওদের পায়ে ময়লা লাগে। মাছি ময়লা খায়।

শিশু মাছিগুলি ময়লার মধ্যে থাকে। ময়লার মধ্যে বীজাণু থাকে।
মাছির পায়ে রোগের বীজাণু থাকে। ওদের মুখে রোগের বীজাণু থাকে।
ওরা উড়ে এসে খাবারের উপর বসে। ওরা তোমার খাবার খায়।
তোমাদের খাবারে বীজাণু মিশে যায়। ঐ খাবার তুমি খেয়ে থাক।
ঐ রোগের বীজাণু থেকে তোমার অসুখ হয়। তা থেকে তোমার আমাশয় হয়।

আনন্দ বল্‌ল,

মাছি থেকে আমার আমাশয় হয়েছে। ওদের পায়ে রোগের বীজাণু থাকে। ওদের মুখে রোগের বীজাণু থাকে। ঐ রোগের বীজাণু থেকেই আমার আমাশয় হয়েছে।

পড়শী বল্‌ল,

আমার ছেলেটির পেটের অসুখ হয়েছে।
মাছি থেকেই আমার ছেলেটির পেটের অসুখ হয়েছে।

আনন্দ বল্‌ল,

মাছি থেকেই তোমার ছেলেটির অসুখ হয়েছে।
ময়লার মধ্যে পেটের অসুখের বীজাণু থাকে।
মাছি পায়ে করে সেটা আনে। মাছি মুখে করে সেটা আনে। তোমরা মাছি মেরে ফেলবে।

গোলাপী বল্‌ল, আমরা মাছি মেরে ফেল্‌ব।

আনন্দ তার বইয়ে পড়ল,

বীজাণু-নাশক ওষুধ দিয়ে তোমরা মাছি মারতে পার।
বীজাণু-নাশক ওষুধ ঘরে ছড়িয়ে দাও। বীজাণু-নাশক ওষুধ দেয়ালে ছড়িয়ে দাও।
বীজাণু-নাশক ওষুধ ময়লায় ছড়িয়ে দাও। পড়শী বীজাণু-নাশক ওষুধ ছড়িয়ে দিল।
সে মাছি মেরে ফেল্‌ল।



৭ম পাঠ

কি করে মাছির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়

আনন্দ মাছির বিষয়ে বই পড়েছিল।

বইয়ে লেখা ছিল,

মাছি থেকে খাবার বাঁচাও। মাছি থেকে দুধ বাঁচাও। মাছি থেকে খাবার ঢেকে রাখ।

গোলাপী জিজ্ঞাসা করল, আমরা কি করে খাবার ঢেকে রাখব ?

অনন্দ বইয়ে পড়্‌ল,

কি করে খাবার ঢেকে রাখবে। বইয়ে লেখা ছিল, বাঁশের ঢাক্‌না তৈরী কর।

গোলাপী জিজ্ঞাসা করল, কি করে আমরা বাঁশের ঢাক্‌না তৈরী করব ?

বইয়ে লেখা ছিল,

বইএর ছবির মত ঢাকনা তৈরী কর।

বাঁশটা বাঁকাও। বাঁশের ঢাক্‌নাটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও।

এই ছবিতে যেমন আছে, তেমনি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও।

এই পরিষ্কার ঢাক্‌নাটি দিয়ে খাবার ঢেকে রাখ। খাবারে মাছি বসতে পারবে না।

বাঁশের ঢাক্‌নাটি দিয়ে দুধ ঢেকে রাখ। দুধের উপর মাছি বসতে পারবে না।

তারপর গোলাপী জিজ্ঞাসা করল, এখন আমাদের আর কি করতে হবে?

আনন্দ তার বই পড়্‌ল,

ঘর পরিষ্কার রাখ। ঘর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার কর। প্রতিদিন ঘর ঝাঁট দাও।

প্রতিদিন ঘরের বাইরে ঝাঁট দাও। প্রতিদিন ময়লা ঝাঁট দিয়ে ফেলে দাও।

ময়লা ঝাঁট দিয়ে গর্তে ফেলে দাও। গর্ত ঢেকে রাখ।

তা হ'লে ময়লার উপর মাছি বস্‌তে পারবে না।





৮ম পাঠ

গর্তে ময়লা ফেল

আনন্দ ভাল ভাল বই পড়েছে। সে বইএর ভাল ভাল কথা মত চলে।
গোলাপী তার স্ত্রী। সেও বইএর ভাল কথা মত চলে।
আনন্দ মাছির কথা পড়েছিল।

বইয়ে লেখা ছিল,
মাছি ময়লাতে জন্মায়। ময়লা ঢেকে দাও। তা হ'লে মাছি জন্মাবে না।

গোলাপী বলল,
মাছি জন্মায় তা আমি চাই না। ময়লা থেকে আমরা বাঁচব কি ক'রে?
আনন্দ বই পড়্‌ল।

বইয়ে লেখা ছিল,
একটা গর্ত খোঁড়। গর্ত এক কি দুই হাত চওড়া কর। গর্ত দুই হাত গভীর কর। গর্ত বেশী গভীর করবে না।

গর্ত লম্বা করবে। লম্বা গর্ত ভাল। বেশী গভীর গর্ত ভাল নয়। বেশী চওড়া গর্ত ভাল নয়।

গর্তে ময়লা ফেলবে। ঝাঁট-দেওয়া ময়লা গর্তে ফেলবে।

গর্তের এক মাথা থেকে ঝাড়ঝুড় ভরতে থাক। ঐ ধার মাটি দিয়ে ঢাক।

ঝাঁট-দেওয়া ময়লা ঝাড়ঝুড় মাটি চাপা দাও। ময়লা রোজ মাটি দিয়ে ঢাক।

ঝাড়ঝুড় রোজ গর্তে ফেলবে। তা হ'লে ময়লাতে মাছি জন্মাবে না।

গর্ত যখন ভ'রে যাবে, আর এক গর্ত খুঁড়বে।

আর একটি লম্বা গর্ত খুঁড়বে। সেটা দুই হাত চওড়া করবে।

সেটা দুই হাত গভীর ক'রে খুঁড়বে।

ঝাড়ঝুড় ও ময়লার জন্য আর এক গর্ত খোঁড়।

তার এক মাথা থেকে ভরতে থাক।

ঝাড়ঝুড় ও ময়লা রোজ মাটি দিয়ে ঢাক্‌বে।

তা হ'লে ময়লাতে মাছি জন্মাবে না। তা হ'লে তোমার ঘরে মাছি হবে না।

ঘর ঝাঁট দেবে। ঘর রোজ ঝেড়ে সাফ করবে। ঘর সাফ হ'লে মাছি জন্মাবে না।

গোলাপী বলল,

আমার ঘরের ধারে গর্ত নাই। আমার ঘরে ময়লা আছে।

এইজন্য আমার ঘরে মাছি আছে। এইজন্য তোমার পেটের অসুখ করেছে।

আনন্দ বলল,

আমি একটা গর্ত খুঁড়ব। আমি তা দুই হাত গভীর করব।

গোলাপী বলল, হাঁ, তুমি গর্ত খোঁড়।

আমি রোজ এক ধার থেকে ঝাড়ঝুড় ও ময়লা ফেলব।

তারপর আমি রোজ মাটি দিয়ে ভরব। তা হ'লে আমার ঘরে মাছি হবে না।

তা হ'লে আমার ঘর সাফ হবে। তা হ'লে আমার পেটের অসুখ করবে না।

৯ম পাঠ

ভাল ফসল ফলাও

আনন্দ পচা সারের কথা পড়ছিল।

বইয়ে লেখা ছিল,

পচা সারে ভাল ফসল হয়। কি ক'রে তোমার ফসল ভাল হয়? পচা সারে তোমার ফসল ভাল হবে। পচা সার এই রকম ক'রে তৈরী করবে। গর্ত কর।

ঘরের ঝাড়ঝুড় গর্তে ফেল্‌বে। বাইরের ঝাড়ঝুড় আর পাতা গর্তে ফেলবে। গরুমহিষ বলদের গোবর গর্তে ফেলবে। গোবর আর ঝাড়ঝুড় গর্তে ফেলবে। গোবর, ঝাড়ঝুড় আর পাতা গর্তে ফেলবে।

গোলাপী বলল,

আমরা ঝাড়ঝুড়ের জন্য গর্ত খুঁড়েছি। আমি ঘরের ঝাড়ঝুড় গর্তে ফেলেছি। আমি বাইরের ঝাড়ঝুড় গর্তে ফেলেছি। আমি সে-সব মাঠে দেব কি করে?

আনন্দ বলল,

ওতে ভাল পচাই সার হয়। আমি পচাই সার মাঠে দেব। আমি পাতাও গর্তে ফেলব। আমি গোবর আর ঝাড়ঝুড় গর্তে ফেলব

আনন্দ আবার বই পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,

গোবর আর ঝাড়ঝুড় তিন মাস গর্তে থাকতে দেবে। তিন মাস পর তা গলে যাবে। গলা সার মাঠে দেবে। খেত চাষ কর। গলা সার খেতে ঢাল। আবার খেত চাষ কর। পচাই সার চাষ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দাও। পচাই সারে খেতে ভাল ফসল হবে। পচাই সার চারার পক্ষে খুব ভাল। ভাল পচাই সারে খুব ভাল চারা গজায়। ভাল বীজে ভাল চারা গজায়। পচাই সারে ভাল ফসল হয়।

আনন্দ বলল,

আমার খেতের মাটি ভাল নয়। আমার ফসল ভাল হয় না। আমি পাতার সার তৈরী করব। আমি গোবর ও ঝাড়ঝুড়ের সার তৈরী করব।

আমি ঘরের ও বাইরের ঝাড়ঝাড় থেকে সার তৈরী করব।

তিন মাস পরে সেগুলি পচে ভাল সার হবে।

তিন মাস পর আনন্দ পচাই সার মাঠে দিয়েছিল।

তারপর সে বীজ লাগিয়েছিল। পচাই সার চারার পক্ষে খুব ভাল। তাতে ফসল খুব ভাল হয়েছে। পড়শীর ফসল থেকে তার ফসল ভাল হয়েছে।

পড়শী বলল,

আনন্দ পড়তে পারে। আনন্দ খুব বুদ্ধিমান লোক।





১০ম পাঠ

আনন্দ সরকারী বীজ কেনে

আনন্দ বই পড়ছিল।

বইয়ে লেখা ছিল,

পচাই সারে খেত ভাল হয়, তোমার ভাল বীজও চাই। ভাল বীজে ভাল ফসল হয়। বীজের জোর কম থাকলে ফসল খারাপ হবে।

গোলাপী বলল,

আমরা আমাদের খেতে খরাপ ফসল চাই না। ভাল বীজ কি রকমে পাব?

আনন্দ বলল,

আমি আবার বই পড়ব।

বইয়ে লেখা ছিল,

সরকারের কাছে ভাল বীজ আছে। সরকারী গুদাম থেকে ভাল বীজ পাওয়া যাবে। সরকারের কাছ থেকে বীজ কিনবে।

আনন্দ বলল,

গেল বছর আমার ধান খারাপ হয়েছে। গেল বছর আমার আলুও খারাপ হয়েছে।

এ বছর আমি ভাল ফসল চাই। আমাকে ভাল বীজ কিনে আনতে হবে। আমি সরকারী বীজের গুদামে যাব। সরকারী গুদামে ভাল বীজ পাওয়া যাবে। সরকারী গুদাম থেকে আমি ধান কিনে নেব।

গোলাপী বলল,

এ বছর আমি আলুর ভাল ফসল চাই।

গেল বছর আমার আলুর ফসল খারাপ হয়েছে।

আনন্দ বলল,

আমি সরকারী গুদাম থেকে আলু কিনে নেব। সরকারী গুদামে ভাল আলুর বীজ পাওয়া যাবে। আমি আলুর ভাল বীজ লাগাব। গেল বছর আমি ভাল বীজ লাগাই নি।

গোলাপী বলল,

গেল বছর আমাদের পড়শীর পাট ভাল হয়েছিল। আমাদের পাট ভাল হয় নি। আমরা কি সরকারী গুদাম থেকে পাট কিনতে পারি ?

আনন্দ বলল,

গেল বছর আমাদের পড়শীর পাট ভাল হয়েছিল। আমি আমার পড়শীর কাছ থেকে পাট নেব। আমাদের পড়শী সরকারী গুদাম থেকে পাট কিনেছিল। আনন্দ সরকারী গুদামে গেল।

সে গুদামের বাবুকে বলল,

বাবু, ধানের ভাল বীজ চাই ?

বাবু বললেন, কত বীজ চাই ?

আনন্দ বাবুকে বলল,

আমার অনেক খেত আছে। আমি কত বীজ কিনব ?

বাবু বললেন,

এক মণ বীজ কিনে নাও। তোমার অনেক খেত আছে।

এজন্যে আনন্দ এক মণ ধানের বীজ কিনে নিল।

গোলাপী বলল, কত বীজ আনলে ?

আনন্দ বলল, এখন এক মণ বীজ এনেছি।

আনন্দ আবার সরকারী গুদামে গেল।

সে বাবুকে বলল, বাবু, আলুর ভাল বীজ চাই ?
বাবু বললেন, কত বীজ চাই ?
আনন্দ বলল, এক মণ বীজ দিন।
সে বাবুর কাছ থেকে এক মণ বীজ কিনে নিল।
গোলাপী বলল, আলুর বীজ কতখানি ?
আনন্দ বলল, আলুর বীজ এক মণ।
আনন্দ পড়শীর কাছ থেকে আখ এনেছিল।
আনন্দ আখের ভাল বীজ লাগিয়েছিল।
আনন্দ ধানের ভাল বীজ লাগিয়েছিল।
আনন্দ আলুর ভাল বীজ লাগিয়েছিল।
আনন্দর ফসল পড়শীর ফসল থেকে ভাল হয়েছে।
পড়শী আনন্দর ফসল দেখতে গিয়েছিল।

পড়শী বলল,

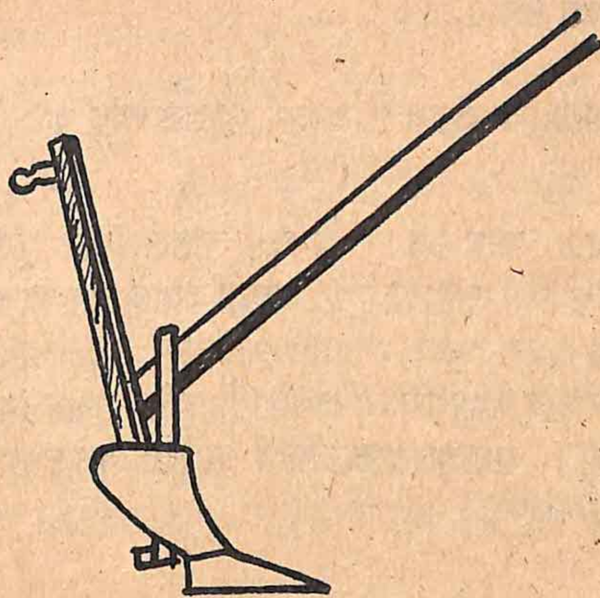
তুমি খুব বুদ্ধিমান লোক। তোমার ফসল হয়েছে।

আনন্দ বলল,

আমি ভাল সরকারী বীজ কিনেছিলাম। আমি মাঠে পচাই সার দিয়েছি। সারের জন্য আমার গর্ত ছিল। এজন্যে আমার ফসল ভাল হয়েছে। আমি অনেক পয়সা পেয়েছি।

পড়শী বলল,

আনন্দ, তুমি খুব বুদ্ধিমান লোক। তুমি বই পড়তে পার। বই পড়া ভাল। বইয়ে ভাল ফসলের কথা লেখা আছে। আমিও পড়তে চাই। আমিও অনেক পয়সা চাই। তা হলে আমার ফসলও ভাল হবে। তা হলে আমারও অনেক পয়সা হবে।



১১শ পাঠ

আনন্দ সুফলা লাঙল কিনছে

আনন্দ তার বই পড়ল।
বইয়ে লেখা ছিল,

কোন কোন চারা জমির জোর বাড়ায়। ধনচে জমির জোর খুব বাড়ায়। তুমি সরকারী গুদাম থেকে কিছু ধনচের বীজ কিনে আন। ধনচের বীজ জমিতে বুনে দাও। জমিতে ধনচে ভাল করে বুনে দাও। তারপর জমিতে হালকা চাষ দাও। দেড় মাসেই ধনচেতে ফুল বেরুতে থাকবে। ফুল বেরুলেই জমিতে ধনচে চষে দাও। ফুল বেরনো ধনচে জমির জোর বাড়ায়।

গোলাপী জিজ্ঞাসা করল,

চারা বড় হলে তা কি করে চষে দেবে ?

আনন্দ বলল,

আমাদের দেশী হাল আছে। এই দেশী হালে জমিতে হালকা চাষ হয়।

ফুল বেরনো ধনচে বড় হয়। তাতে হালকা চাষ চলে না। দেশী হাল দিয়ে চাষ করা চলবে না।

গোলাপী বলল,

তা হলে আমরা কি করব ? আনন্দ আবার তার বই পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,

সুফলা লাঙলে জমি চষ। সুফলা লাঙল দিয়ে ফুল বেরনো ধনচে চষে দাও। সুফলা লাঙলে ফুল বেরনো ধনচে চষে যাবে। দেশী লাঙলে হালকা চাষ হয়। ফুল বেরনো গাছ বড় হয়। সুফলা লাঙল ফুল বেরনো চারা চষে ফেলবে। সরকারী বীজ-গুদাম থেকে তুমি সুফলা লাঙল কেনো। সুফলা হাল দিয়ে জমিতে ধনচে চষে দাও। ধনচে জমির জোর বাড়ায়।

গোলাপী বলল,

আমাদের জমির জোর নেই। আমাদের দেশী লাঙলে জমি তাড়াতাড়ি হবে না। সুফলা লাঙলে জমি তাড়াতাড়ি চাষ হবে। আমরা সুফলা লাঙল কিনব। আনন্দ আবার তার বই পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,

সুফলা লাঙলে জমি ভাল তৈরী হয়। জমি ভাল তৈরি হ'লে ফসল ভাল হয়।

গোলাপী বলল,

তুমি তাড়াতাড়ি সুফলা লাঙল কেনো। সুফলা লাঙল জমি ভাল করে তৈরি করবে। জমি ভাল তৈরি হলে ফসলও ভাল হবে। আনন্দ সরকারী বীজ-গুদামে গেল।

সে বাবুকে বলল,

আমি এক মণ ধনচে বীজ কিনব।

ধনচে জমির জোর বাড়ায়। আমি সুফলা লাঙল কিনব।

বাবু বললেন,

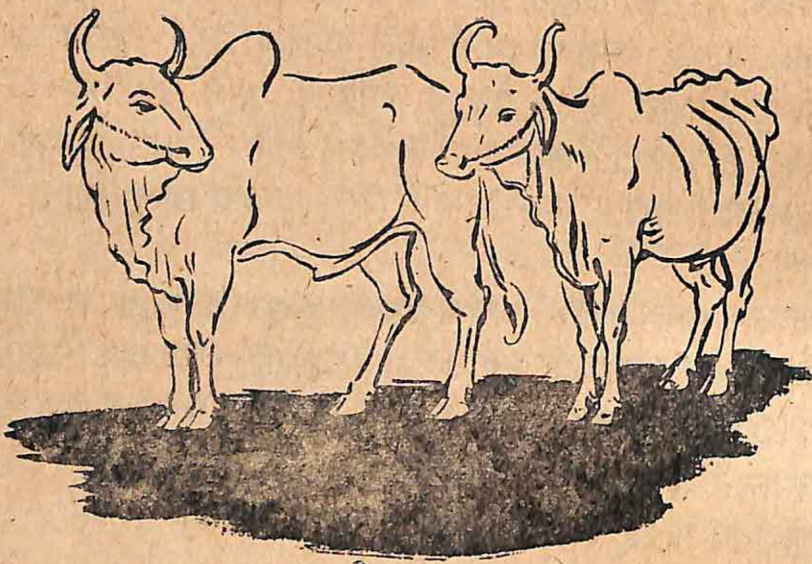
আনন্দ তুমি ভাল চাষী। দেশী লাঙল থেকে সুফলা লাঙল ভাল। আনন্দ লাঙল কিনে নিল। আনন্দ কিছু ধনচের বীজ কিনে নিল।

আনন্দ সুফলা লাঙলে জমি চাষ করল। আনন্দ ধন্চে বীজ জমিতে বুনে দিল। তারপর সে জমিতে হালকা চাষ দিল। দু'মাসেই ফল বেরুল। তখন আনন্দ সুফলা লাঙলে জমি চষে দিল। সে জমিতে ধনচে চষে দিল। জমি খুব ভাল হয়ে গেল। আনন্দ জমিতে ধান বুনল। ধান ভাল ছিল। পড়শীর ধান থেকে এ ধান ভাল ছিল।

পড়শী বলল,

আনন্দর ধান ভাল। আনন্দ সুফলা লাঙলে জমি চাষ করছে।
ওর খেতে কিছু ধনচে বুনেছিল। সে খেতে ধনচে চষে দিয়েছে।
তাতে ওর খেতের জোর বেড়ে গেছে। এজন্যে আনন্দর ধান ভাল হয়েছে।
আনন্দ বুদ্ধিমান লোক। আনন্দ পড়তে জানে।
আমারও পড়তে হবে। আমিও জানতে পারব।





১২শ পাঠ

আনন্দ ভাল হেলে গরু চায়

আনন্দ গোলাপীকে বলল,

আমার হেলে গরু ছোট। আমার হেলে গরু লাঙল টানতে পারে না। আমার সুফলা লাঙল একটু ভারী। ছোট হেলে গরুর পক্ষে লাঙলটা ভারী। আমার ভাল হেলে গরু চাই। আমার ভারী লাঙল টানবার জন্যে ভাল হেলে গরু চাই। আমার লাঙল ভারী। আমার হেলে গরু ভারী লাঙল টানতে পারে না। আমি আবার আমার বই পড়ব।

বইয়ে লেখা ছিল,

সুফলা লাঙল টানবার জন্যে জোরালো হেলে গরু চাই।
জোরালো হেলে গরুর ভাল জাব দরকার।
নিজের হেলে গরুকে রোজ খইল দেবে।
রোজ খইল দিলে হেলে গরু জোরালো হবে।
তুমি দোকানীর কাছে খইল কিনতে পার।
নিজের হেলে গরুকে রোজ খইল দেবে।

গোলাপী বলল,

খইল খেলে হেলে গরু জোরালো হবে।
দোকানীর কাছে খইল আছে। আমরা খইল কিনে নেব।
জোরালো হেলে গরু লাঙল টানবে।
ভাল খেতি করতে জোরালো বলদ দরকার।
আনন্দ খইল কিনল। আনন্দ বলদ দু'টাকে রোজ খইল দিত।
বলদ জোরালো হ'লেও তারা ছোট ছিল।
ছোট বলদ বড় লাঙল টানতে পারে না।

আনন্দ গোলাপীকে বলল,

আনন্দ বলদ জোরালো হলেও ওরা ছোট।
আমার ছোট বলদ ভারী লাঙল টানতে পারে না।
আমার বড় বড় দু'টা বলদ চাই।

আনন্দ আবার বই পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,

বলদ তার মা-বাপের মত হয়। মা-বাপ বড় হলে বলদও বড় হয়।
মা-বাপ ছোট হলে বলদ ছোট হয়।
বড় বলদ চাইলে তার মা-বাপ বড় হওয়া চাই।
ছোট মা-বাপের বলদ ছোট হয়।
বড় বড় ষাঁড়ের বড় বড় বাছুর হবে। গাই বড় ষাঁড়ের কাছে নিয়ে যাবে।

গোলাপী বলল,

আমরা বড় ষাঁড় কোথায় পাব ?
আনন্দ বই পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,

সরকারের নিকট ভাল ষাঁড় আছে।
সরকারের নিকট খুব ভাল বড় ষাঁড় আছে।

নিজেদের গাই সরকারী ষাঁড়ের কাছে নিয়ে যাও।
আনন্দ নিজের সব গাই সরকারী ষাঁড়ের কাছে নিয়ে গেল।
আনন্দর গাইয়ের বাছুর হল। বাছুরগুলি বড় হল।
পড়শীর বাছুর থেকে বড় বাছুর হল।
বাছুর বড় হবার পর জোরালো বলদ হয়ে গেল।
তারা ভারী লাঙল টানতে পারে।

পড়শী বলল,

বড় বলদ কোথায় পেলে ?

আনন্দ বলল,

আমি বইয়ে পড়েছিলাম।

বইয়ে লেখা ছিল,

নিজের গরু সরকারী ষাঁড়ের কাছে নিয়ে যাও।
আমি আমার গরুগুলি সরকারী ষাঁড়ের কাছে নিয়ে গিয়েছি।
আমার বলদ সেই ষাঁড়ের মত বড়।

পড়শী বলল,

আনন্দ খুব বুদ্ধিমান লোক। সে পড়তে জানে। পড়া শিখে বুদ্ধিমান হয়েছে।

এখন তার অনেক পয়সা হয়েছে। আমিও পড়ব।



১৩শ পাঠ

আনন্দ খাবার বাগান করছে

আনন্দ বুদ্ধিমান লোক। সে বই পড়েছে।
সে পড়শীদের অনেক কিছু শিখিয়েছে।

গোলাপী বলল,
বইয়ে লেখা আছে, সবজি বেশী করে খাবে।
কিন্তু আমরা তো যত দরকার তত সবজি কিনে নিতে পারি না।
আমরা নিজেদের বাগান করব।
তাহ'লে আমাদের সবজি কিনতে হবে না।
আনন্দ বাগানের কথা পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,
নিজে বাগান কর। বাগানের চারধারে বেড়া দেবে।
বেড়ায় ঘেরা বাগান পড়শীর গাই খেতে পারে না।
আনন্দ বাগানের চারধার বেড়া দিয়ে ঘিরে দিল।
আনন্দ বাগানের চারধার বাঁশের বেড়ায় ঘিরে দিল।

আনন্দ আবার বই পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,
বাগানে পচাই সার দেবে। তা হ'লে জমির জোর বাড়বে।

সবজির জন্য জোরালো জমি চাই। সরকারী গুদাম থেকে বীজ আনবে। সরকারী গুদাম থেকে ভাল বীজ কিনবে।

পালঙ খুব ভাল সব্জি। ধনে ভাল সব্জি। মেথি ভাল সব্জি। বেগুন ভাল। লাউও ভাল। পেঁয়াজ ভাল। টমেটো ভাল।

আনন্দ বলল,

আমি পালঙের বীজ কিনব। আমি ধনের বীজ কিনব। আমি মেথির বীজ কিনব। আমি বেগুনের বীজ কিনব। আমি লাউয়ের বীজ কিনব। আমি পেঁয়াজের বীজ কিনব। আমি টমেটোর বীজ কিনব ?

গোলাপী বলল,

আমরা পালঙ, ধনে ও মেথি বুনব। টমেটোর বীজও বুনব। আমরা বেগুন, লাউ, পেঁয়াজের বীজ লাগাব।

বইয়ে এ কথাও লেখা ছিল যে, সরকারী গুদাম থেকে বীজ কিনবে। বীজ বোতলে রাখবে। আনন্দ বোতল কিনে আনল। আনন্দ ভাল বোতল কিনল। আঁটো বোতল কিনল। আঁটো বোতলে বীজ খারাপ হয় না।

আনন্দ বীজ বোতলে রেখেছিল। দু'মাস পরে আনন্দ বোতলের বীজ লাগাল। আনন্দ বাগানে পালঙ, ধনে, মেথি, বেগুন, লাউ, পেঁয়াজ এর বীজ বুনেছিল।

আনন্দকে পড়শী বলল,

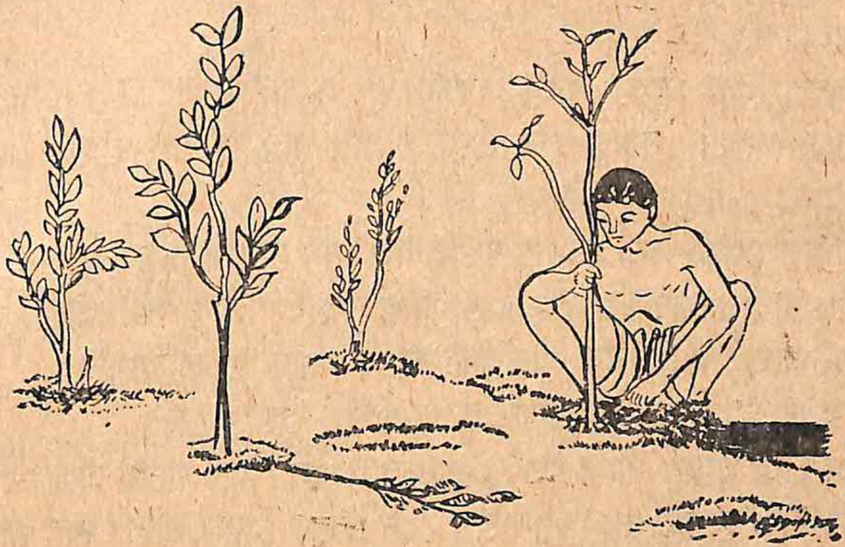
তুমি বাগানের চারধারে বেড়া দিয়েছ কেন ?

আনন্দ বলল,

আমি ভাল সবজি বুনতে চেয়েছিলাম।

পড়শী বলল,

আনন্দ, তুমি খুব বুদ্ধিমান লোক। তুমি ভাল বাগান করেছ। তুমি বাগানের চারধারে বেড়া দিয়েছ। তুমি ভাল সবজি তৈরী করেছ। আমিও বাগান করব। আমিও বাগানের চারধারে বেড়া দেব। আমিও ভাল সবজি.বুনব।



১৪শ পাঠ

আনন্দ ফলের গাছ লাগাচ্ছে

বর্ষা হ'ল। খুব বর্ষা হ'ল। বর্ষা হ'লে পর আনন্দ বাগানে বীজ বুনল।
আনন্দ বাগানের বিষয়ে বই পড়্‌ল।

বইয়ে লেখা ছিল,

লেবু আর পেঁপে ভাল ফল।
লেবু আর পেঁপের চারা সরকারী বাগান থেকে পেতে পার।

গোলাপী বল্‌ল,

আমরা লেবু আর পেঁপে চাই। আমরা বর্ষায় লেবু আর পেঁপে লাগাব।
তুমি সরকারী বাগান থেকে লেবু আর পেঁপে নিয়ে এস।
আনন্দ সরকারী বাগানে গেল। আনন্দ বাগানের বাবুকে বল্‌ল,
আমি লেবুর একটি আর পেঁপের তিনটি চারা চাই।
আমি লেবু আর পেঁপে লাগাতে চাই।
আনন্দ সরকারী বাগান থেকে লেবু আর পেঁপের চারা কিনে আন্‌ল।

গোলাপী বল্‌ল,

আমরা ঘরের পাশে লেবুর চারা লাগাব। আনন্দ আবার বই পড়্‌ল। বইয়ে লেখা ছিল,

লেবুর চারা ঘরের পাশে লাগাবে। ঘরের ময়লা জল লেবুর চারায় ঢেলে দেবে। ময়লা জল লেবুর চারার পক্ষে ভাল। দু'হাত চওড়া আর দু'হাত গভীর গর্ত খোঁড়।

দু'হাত চওড়া আর দু'হাত গভীর গর্ত সব চারার পক্ষেই ভাল।

সব চারার জন্যেই দুহাত চওড়া আর দু'হাত গভীর গর্ত খোঁড়।

এই গর্তে পচাই সার আর মাটি দাও। গর্তে চারা লাগাও।

আনন্দ দু'হাত চওড়া আর দু'হাত গভীর গর্ত খুঁড়ল।

সে তার ঘরের পাশে গর্ত খুঁড়েছিল। সে গর্তে পচাই আর মাটি দিল। সে গর্তে লেবুর চারা লাগাল। সে লেবুর চারায় ময়লা জল ঢাল্‌ত। সে বল্‌ল, ঘরের ময়লা জল পেয়ে এই লেবুর চারা বাড়বে।

সে গর্ত করল। গর্ত দু'হাত চওড়া আর দু'হাত গভীর করল। সে গর্তে পচাই সার আর মাটি দিল। তারপর সে চারা লাগাল। সে চারায় ময়লা জল ঢাল্‌ত। সেগুলো বেড়েছিল। বর্ষায় পেঁপে খুব বেড়েছিল। আনন্দর বাগান সুন্দর হ'য়ে গেল। আনন্দ ও গোলাপী অনেক লেবু ও পেঁপে খেত।

আনন্দ গোলাপীকে বল্‌ল,

আমি অনেক গাছ লাগাতে চাই। আমি অনেক ফলের গাছ লাগাতে চাই। তা হ'লে আমার অনেক ফল হ'বে। কিন্তু যত জলের দরকার আমার তো তত জল নাই। জল কোথায় পাব ?

বইয়ে লেখা ছিল,

বিজ্‌লি যদি না থাকে সাধারণ কুয়া খোঁড়। খাল না থাকে তো সাধারণ কুয়া খোঁড়।

আনন্দ বল্‌ল,

আমি সাধারণ কুয়া খুঁড়ব। আমার সাধারণ কুয়া খোঁড়ার পয়সা আছে।

আনন্দ কুয়া খুঁড়ল।

তখন ফলের বাগানের জন্য যত দরকার তত জল পেল।
সরকারী গুদাম থেকে ফলের চারা আনল।
সে পেঁপের চারা আনল দশটি।
সে দু'হাত চওড়া আর দু'হাত গভীর গর্ত খুঁড়ল।
সে গর্তে পচাই সার ও মাটি দিল।
সে পেঁপের দশটি চারা লাগাল।
সে আমের দশটি কলম লাগাল।
দশটি পেয়ারার চারা লাগাল।
আনন্দর বাগান সুন্দর হ'ল।

আনন্দর পড়শীরা বলল,

আনন্দর বাগানটি সুন্দর।
আনন্দর বাগানে অনেক পেয়ারা, আম আর পেঁপে গাছ আছে।
আনন্দ খুব বুদ্ধিমান লোক। আনন্দর এখন অনেক পয়সা হয়েছে।
আনন্দর ভাল কুয়া আছে।
আনন্দ পড়তে জানে। আনন্দ বুদ্ধিমান লোক।
আনন্দ আমাদের বাগান করা শেখাও। আমাদের গাছ লাগান শেখাও।
আমাদের পেয়ারা, আম পেঁপের গাছ লাগান শেখাও।
আমাদের কুয়া খোঁড়া শেখাও।

আনন্দ বল্‌ল,

আমি তোমাদের বাগান করা শেখাব। আমি তোমাদের পড়তে শেখাব।



১৫শ পাঠ

গোলাপীর চোখ উঠেছে

গোলাপীর চোখ উঠেছে।

গোলাপী বলল,

আমি কি করব ? আমার চোখ উঠেছে। তুমি বই পড়।

বইয়ে লেখা ছিল,

চোখ উঠলে চোখে লবণ জল দেবে।

লবণ জল চোখের পক্ষে ভাল। লবণ জল এইভাবে তৈরি কর।
হাতে একটি দশ পয়সা নাও। সে দশ পয়সাটি পরিষ্কার করে নাও।
দশ পয়সাটির উপর লবণ ঢাল।
দশ পয়সার উপর যতখানি লবণ ধরে ততখানি ঢাল।
এক হাতে একটি গেলাস, অন্য হাতে লবণ ভরা দশ পয়সাটি নাও।

ছবিতে যেমন দেখছ সেই মত দশ পয়সাটি হাতে নাও। ঐ লবণ গেলাসে ঢাল। গেলাসে জল ভর। এখন লবণ জল ফোটাও। গেলাসের জল ফোটাও। এ জল কোন পরিষ্কার পাত্রে ফোটাও। লবণ জল কোন পরিষ্কার পাত্রে ফোটাও। পরিষ্কার পাত্রে জল ফোটাবার পর ঠাণ্ডা হ'তে দাও। ফোটান জল ঠাণ্ডা হ'তে দাও। ফোটান জল ঠাণ্ডা হবার পর বোতলে রেখে দাও। তারপর লবণ জল ফোঁটা ফোঁটা ক'রে চোখে দাও। দিনে তিনবার লবণ জল চোখে দেবে। লবণ জল দিলে চোখ তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যায়।

গোলাপী একটি দশ পয়সা নিল। দশ পয়সার ওপর সে লবণ রাখল। সে একটি গেলাস নিল। গেলাসটি সে হাতে ধরল। সে গেলাসটিতে জল ভরল। সে এক হাতে লবণভরা দশ পয়সা অন্য হাতে জল ভরা গেলাস নিল। গোলাপী দশ পয়সার লবণ গেলাসে ঢালল। এবার গোলাপী গেলাসের জল এক পরিষ্কার পাত্রে ঢালল। গোলাপী সেই পরিষ্কার পাত্রের জল ফোটাল। গোলাপী পরিষ্কার পাত্রের জল ঠাণ্ডা হ'তে দিল। সে বোতলে রেখে দিল।

সে বলল,

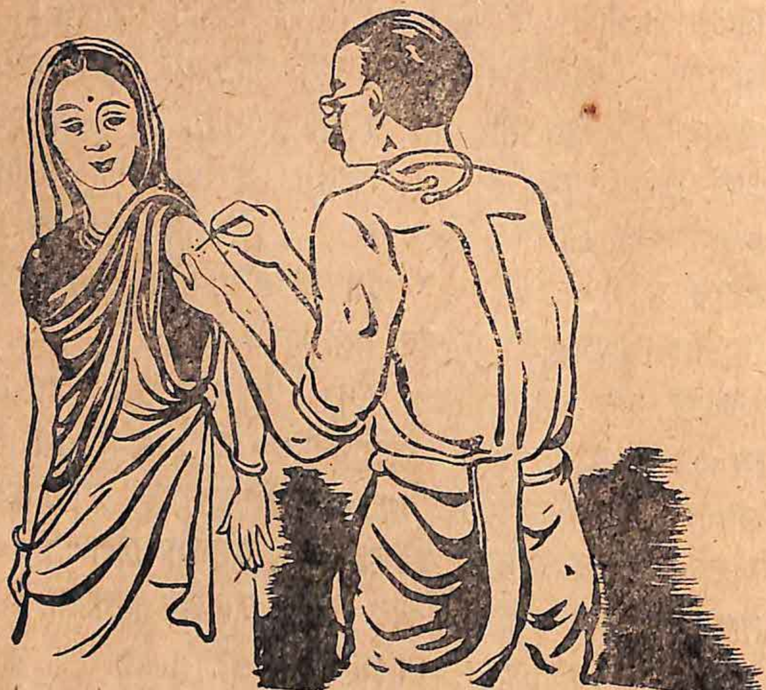
আমি এ জল চোখে দেব। আমি এ জল দিনে তিনবার চোখে দেব। গোলাপী লবণ জল চোখে দিল। দিনে তিনবার সে চোখে জল দিত। সে রোজ তিনবার চোখে জল দিত। গোলাপীর চোখ তিন দিনে ভাল হয়ে গেল।

গোলাপী আনন্দকে বল্ল,

তুমি খুব বুদ্ধিমান লোক। আমার চোখ এখন ভাল হয়ে গেছে।

আনন্দ বল্ল,

আমি তো তোমার চোখ ভাল করি নি।
লবণ জলে তোমার চোখ ভাল হয়ে গেছে।
চোখ যদি ওঠে চোখে লবণ জল দেওয়া চাই।



১৬শ পাঠ

বসন্তর টিকা

আনন্দর গাঁয়ে বসন্ত দেখা দিয়েছে। বসন্ততে একজন অন্ধও হয়ে গেছে। আনন্দর পড়শী আনন্দকে বল্‌ল,

আমাদের গাঁয়ে খুব বসন্ত দেখা দিয়েছে। একজন অন্ধও হয়ে গেছে।
তোমার বইয়ে বসন্তর কথা কি লিখেছে ?

আনন্দ বল্‌ল,

বইয়ে লেখা আছে—বসন্ত ছোঁয়াচে রোগ।
এই রোগ তাড়াতাড়ি একজন থেকে অপরের দেহে যায়।
বসন্ত রোগীর ছোঁয়াচ লাগলে বসন্ত হতে পারে।
বসন্ত রোগীকে আলাদা রাখা দরকার।
রোগীকে আলাদা রাখলে অপরের ছোঁয়াচ লাগে না।

বসন্ত রোগী ভাল হবার পরও আট দিন তাকে ছোঁবে না।
বসন্ত রোগীকে ভাল হবার পরও আট দিন তাকে ছোঁবে না।
বসন্ত রোগীকে ভাল হবার পরও আট দিন একটা ঘরে আলাদা রাখবে।
রোগীকে আটদিন আলাদা না রাখলে ছোঁয়াচ লেগে অন্য লোকের রোগ হবে।

গোলাপী বল্‌ল,
এই জন্যই লোকের বসন্ত হয়। বসন্ত চোঁয়াচে রোগ।

পড়শী বল্‌ল,
আমার বউমার ছেলেটার গুটি উঠেছে। আমি কি করব?

আনন্দ বল্‌ল,
তোমার বউমার ছেলেকে আলাদা ঘরে রাখবে।
বাচ্চা ভাল হবার পরও আট দিন তাকে আলাদা ঘরে রাখবে।
বাচ্চার মাকে বসন্তর টিকা দেওয়াবে।
যে সব লোকের গুটি বের হয় নি তাদের টিকা দেওয়াবে।

আনন্দ আবার বই পড়্‌ল।
বইয়ে লেখা ছিল,
বসন্তে বাচ্চা অন্ধ হয়ে যেতে পারে। বসন্ততে অনেক লোক অন্ধ হয়ে যায়।

পড়শী বল্‌ল,
বাচ্চা অন্ধ হয় তা আমি চাই না।
আমার বউমা, তার বাচ্চা অন্ধ হবে তা চায় না।
গাঁয়ের লোক, বাচ্চা অন্ধ হয় তা চায় না।

আনন্দ বই পড়ল।
বইয়ে লেখা ছিল,
গুটি বের হবার পর টিকা দেওয়া ভাল নয়। গুটি বের হবার আগে টিকা দেওয়াবে।

পড়শী বল্‌ল,
বাচ্চাকে এখন টিকা দেওয়া ঠিক নয়।
আমার বউমাকে টিকা দেওয়াব। গুটি বের হওয়ার পর টিকা দেওয়া ঠিক নয়।

গোলাপী বল্‌ল,

গুটি বের হবার আগে আমি টিকা দেওয়াব।
গুটি বের হবার আগে গাঁয়ের লোকদের টিকা দেওয়াব।
গুটি বের হবার আগে আমি পড়শীকে টিকা দেওয়াব।

পড়শী আনন্দর কাছে জানতে চাইল,

বউমার বাচ্চা যাতে অন্ধ না হয় তার জন্য কি করব ?

আনন্দ আবার বই পড়ল।
বইয়ে লেখা ছিল,

লাল জলের ওষুধ (মারকিউরোক্রোম) রোগীর চোখ দেবে।
লাল ওষুধের ফিকে জল চোখে দিলে চোখ অন্ধ হবে না।

গোলাপী বল্‌ল,

বাচ্চার গুটি হয়েছে, তার চোখে লাল ওষুধের ফিকে জল দেবে।
তুমি বাচ্চার চোখে লাল ওষুধের ফিকে জল দেবে।

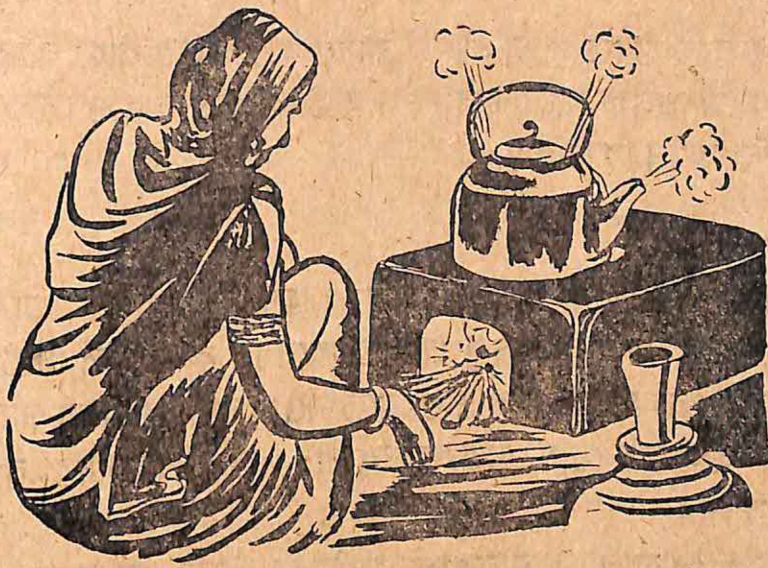
আনন্দ আবার বই পড়ল।
বইয়ে লেখা ছিল,

রোগীর কাপড় চোপড় ফোটাবে। ফুটিয়ে রোদে দেবে।
রোগীর কাপড় চোপড় রোদে দেবে। রোগীর বিছানা রোদে দেবে।
রোগী ভাল হবার পর কাপড় চোপড় আর বিছানা রোদে দেবে।
রোদে রোগের বীজাণু মরবে।

পড়শী বল্‌ল,

আমি বইয়ের কথামত কাজ করব। রোগী ভাল হবার পর তাকে আমি আলাদা ঘরে আট দিন রাখবো। আমি টিকা দেওয়াব। রোগীর কাপড় চোপড় ফোটাব। ফুটিয়ে রোদে দেবে। রোগীর বিছানা রোদে দেব। রোগীর চোখে লাল ওষুধের ফিকে জল দেব।

গাঁয়ের লোকেরা বইয়ের কথামত কাজ করল।
তারা রোগীর কাপড় চোপড় ফুটিয়েছিল ও বিছানা রোদে দিয়েছিল।
রোগী ভাল হবার বিছানা আর কাপড় চোপড় রোদে দিয়েছিল।
বাচ্চার চোখে লাল ওষুধের ফিকে জল দিয়েছিল। তিন মাস পর সব রোগী ভাল হয়ে গেল। আনন্দর গাঁয়ে আর বসন্ত হয় নি।



১৭শ পাঠ

জল ফুটিয়ে খাবে

আনন্দ বই পড়্‌ছিল।

বইয়ে লেখা ছিল।

তোমাদের কুয়া ঢাকা নয়। তোমাদের গাঁয়ের কুয়া ঢাকা নয়।

খোলা কুয়ার জলে কলেরার বীজ থাকতে পারে। এই জল খেলে কলেরা হয়।

এজন্য জল ফুটিয়ে খাবে। কাঁচা জলে কলেরার বীজ থাকতে পারে। ফোটানো জল খেলে কলেরা হবে না। জল ফোটালে কলেরার বীজাণু ম'রে যায়।

আনন্দ গোলাপীকে বল্‌ল,

বইয়ে লেখা আছে জল ফুটিয়ে খাবে। কাঁচা জলে কলেরার বীজাণু থাকতে পারে।

জল ফোটালে কলেরার বীজাণু ম'রে যায়।

গাঁয়ের কুয়া ঢাকা থাকে না। গাঁয়ের কুয়াতে কলেরার বীজাণু থাকতে পারে।

গোলাপী বল্‌ল,

অমি জল ফোটাতে পারি না। আমার অত কাঠও নাই, কয়লাও নাই। অত কাঠে অনেক পয়সা লাগে। ফোটানো জল খেতেও ভাল লাগে না। জল কি ক'রে ফোটাব ?

আনন্দ বল্‌ল,

গাঁয়ের কুয়া ঢাকা থাকে না। জল না ফোটালে আমি তা খাবো না। কাঁচা জলে কলেরার বীজাণু থাকতে পারে। কাঁচা জল ফোটাও। ফোটানো জল ঘড়ায় ঢেলে ঠাণ্ডা হতে দাও। তখন সেই জল ভাল লাগবে। তখন আমাদের রোগ হতে পারবে না। তখন আমাদের কলেরা হতে পারবে না।

তারপর গোলাপী খাবার জল ফোটাল। সেই ফোটানো জল ঘড়ায় রাখ্‌ল।

সেই ঘড়ায় জল ঠাণ্ডা হল। সেই ঠাণ্ডা জল তারা খেল।

পড়শী বল্‌ল,

তোমরা জল ফোটাও কেন ?

গোলাপী বল্‌ল,

আমাদের কুয়া ঢাকা নয়। খোলা কুয়াতে বা পুকুরে কলেরার বীজাণু থাক্‌তে পারে।

জল ফোটালে সব বীজাণু ম'রে যায়। কলেরা রোগী আমার হ'তে চাই না।

এজন্য আমরা জল ফুটিয়ে নিই।

পড়শী বল্‌ল,

আমি জল ফোটাব না। জল ফোটাতে অনেক সময় লাগে। জল ফোটাতে অনেক কাঠ লাগে। জল ফোটাতে অনেক পয়সা লাগে। ফোটানো জল খেতে ভাল লাগে না। জল ফোটাতে অনেক সময় লাগে। আমার সময় নাই।

আনন্দ বল্‌ল,

কুয়া তো ঢাকা নয়। জলে পেট কামড়ানি রোগের বীজাণু থাকতে পারে। খোলা জলে পেটের অসুখ আর পেট কামড়ানি রোগ হ'তে পারে। তোমাদের বাচ্চার অসুখ হতে পারে। জল ফোটালে পেটের অসুখের বীজাণু ম'রে যাবে। তা হ'লে কলেরা হবে না। ফোটান জল ঘড়াতে ঠাণ্ডা কর্‌বে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

পড়শী বল্‌ল,

আমি জল ফোটাব না। আমি জল ফুটিয়ে খাব না। এতে অনেক সময় লাগে। এতে অনেক কাঠ লাগে। এতে অনেক পয়সা লাগে। আমার সময় নেই। আমার পয়সা নেই। আমার কাঠ নেই।

গোলাপী নিজের জল ফোটাল। এতে কলেরার বীজাণু ম'রে গেল। ফোটানো জল ঘড়ায় ঠাণ্ডা কর্‌ল। গোলাপীর আনন্দর কলেরা হ'ল না।





১৮শ পাঠ

ভিখারী গাঁয়ে কলেরা আনল

গাঁয়ে এক ভিখারী এল।
আর এক গাঁয়ে কলেরা হয়েছে, ভিখারী সেই গাঁ থেকে এল।
কলেরার বীজাণু ভিখারীর ঘটির জলে ছিল। ভিখারী কুয়াতলায় গেল।
ভিখারী তার ঘটিতে জল ভর্‌ল। সে পেট ভ'রে জল খেল।
কলেরার বীজাণু ঘটির জলে আগের থেকে ছিল।
সেই বীজাণু ঘটি থেকে কুয়াতে গেল। তারপর ভিখারী চান কর্‌ল।
ভিখারী কুয়ার ধারে চান কর্‌ল। কুয়ার জলে ভিখারী চান কর্‌ল।
চানের সময় কলেরার বীজাণু মাটিতে গেল।
চানের সময় কলেরার বীজাণু কুয়াতে গেল।
তারপর সে কাপড় কাচ্‌ল। কাপড়ে কলেরার বীজাণু ছিল।
কাপড় ধোয়ার সময় কলেরার বীজাণু মাটিতে গেল।
কাপড় ধোয়ার সময় বীজাণু কুয়াতে গেল।
কাপড় ধোয়ার সময় বীজাণু জলে গেল।
তারপর ভিখারী আর এক গাঁয়ে গেল। গোলাপীর পড়শী কুয়াতে গেল।

পড়শী কুয়ার জলে কাপড় কাচ্‌ল। পড়শী ঘড়ায় জল ভর্‌ল।
জলে কলেরার বীজাণু ছিল। পড়শী তা জান্‌ত না।
পড়শী জানত না যে, কুয়ার জলে কলেরার বীজাণু গেছে।
সে জানত না যে, ঘড়ার জলে কলেরার বীজাণু উঠল।
না জেনে সে জল খেল। সে জানল না যে, কলেরার বীজাণু খেয়ে ফেলেছে।
তার পড়শীরাও কুয়ার জল খেয়েছিল।
গোলাপীর পড়শীর কলেরা হ'ল। অনেক পড়শীর কলেরা হ'ল।
অনেক পড়শী কলেরার বীজাণু খেয়ে ম'রে গেল।
তারা কলেরায় মারা গেল। তারা কুয়ার জল খেয়ে মারা গেল।

গাঁয়ের লোকেরা বলল,
আমরা আনন্দর বইয়ের কথা মানিনি।
আমরা জল ফোটাই নি। এজন্য কলেরা হয়ে গেল।
কলেরায় অনেক লোক ম'রে গেল।

তারা আনন্দর কাছে এল।

পড়শীরা বল্‌ল,
আমরা তোমার কথা মানি নি। আমরা তোমার কথায় হেসেছিলাম। আমরা জল ফুটিয়ে খাই নি। গাঁয়ের অনেক লোক ম'রে গেল। আমরা কি করব?

আনন্দ আবার বই পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,
লাল ওষুধ কুয়ায় দিলে কলেরার বীজাণু ম'রে যায়।
এ ওষুধের নাম পটাশ্‌ পারমাংগানেট্‌। নিজেদের কুয়ায় এই লাল ওষুধ দাও। রোগীর কাপড়চোপড় ও বিছানা রোদে দাও। লাল ওষুধে কলেরার বীজাণু ম'রে যায়।

আনন্দ পড়শীদের বল্‌ল,

জল ফুটিয়ে খাবে। ফোটানো জল ঠাণ্ডা করবে।
তা হ'লে তা ভাল লাগবে।
লোকেরা আনন্দর কথামত কাজ করল।
লোকেরা জল ফোটাল। লোকেরা কুয়াতে লাল ওষুধ দিল।
সে ওষুধের নাম পটাশ্‌ পারমাংগানেট্‌।
তারা কাপড়চোপড় আর বিছানা রোদে দিল। আর অন্যদের কলেরা হ'ল না।

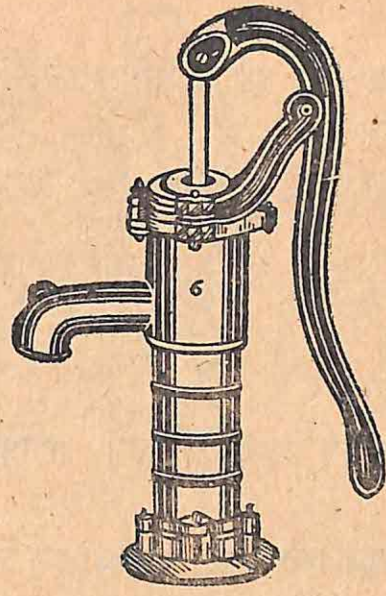
আনন্দ বল্‌ল,

কলেরা থেকে যদি মরতে না চাও তবে টিকা নেবে।
কলেরা যদি হয়ে যায় তবে টিকা নেবে না।
যদি কলেরা না হয়ে থাকে তবে টিকা নেবে।
যদি মরতে না চাও তবে টিকা নাও। সরকারী ডাক্তার ডাকো।
সরকারী ডাক্তার টিকা দেবে।
গাঁয়ের লোকেরা সরকারী ডাক্তারকে ডেকে আনল।
সরকারী ডাক্তার গাঁয়ের লোকদের টিকা দিল।

আনন্দ আবার তার বই পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,

বছরে একবার কলেরার টিকা নেবে।
গরমের আগে বছরে একবার কলেরার টিকা নেবে।
এক ছটাক লাল ওষুধ কেনো। কুয়াতে এক ছটাক লাল ওষুধ দাও।
তখন আনন্দ এক ছটাক লাল ওষুধ কিনল। তার নাম পটাশ পারমাংগানেট্‌
আনন্দ এক ছটাক লাল ওষুধ কুয়াতে দিয়েছিল।
লাল ওষুধে কলেরার বীজাণু ম'রে গেল। সে গাঁয়ে আর কলেরা হয় নি।
গাঁয়ের লোক কুয়াতে লাল ওষুধ দিয়েছিল, আর সবাই টিকা নিয়েছিল।



১৯শ পাঠ

নতুন কুয়া

আনন্দর পড়শী তার কাছে এল।

সে বলল,

জলের স্বাদ ভাল নয়। লাল ওষুধের স্বাদ আমার ভাল লাগে না।
তোমার পটাশ্‌ পারমাংগানেটের স্বাদ আমার ভাল লাগে না।

আনন্দ বলল,

লাল ওষুধের স্বাদ আমারও ভাল লাগে না।

আমি আমার বই পড়ব।

বইয়ে লেখা ছিল,

তুমি নিজের কুয়াতে রোগের বীজাণু ঢোকা বন্ধ করতে পার।
রোগের বীজাণু কুয়ার মুখ দিয়ে যায়। রোগের বীজাণু থেকে তোমাদের বাঁচতে হবে।
তোমাদের কুয়ার মুখ ঢাকতে হবে। রোগের বীজাণু কুয়ার মুখ দিয়ে ঢোকে।
যদি তুমি কুয়ার মুখ ঢাক, তা হলে রোগের বীজাণু কুয়াতে যেতে পারবে না। তুমি নিজের বালতি কুয়াতে ডোবাবে না।

বালতি মাটিতে থাকে। মাটিতে রোগের বীজাণু থাকে। বালতিতে রোগের বীজাণু লেগে যায়।

নিজের বালতি কুয়াতে ডোবাবে না। তোমার কুয়ার মুখ ঢাকা চাই।

পড়শী আনন্দকে বলল,

তা' হ'লে আমি জল ভরব কি করে ?

আনন্দ বই থেকে পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,

তোমাদের পুকুরে পাম্প লাগানো চাই। তোমাদের ঢাকা কুয়াতে পাম্প লাগানো চাই।

পাম্প লাগানো কুয়ার জল খেলে কলেরা হয় না।

পাম্প লাগানো কুয়ার জল খেলে পেট খারাপ হয় না।

জলে লাল ওষুধ দেবার দরকারও হয় না।

পাম্প লাগানো কুয়াতে লাল ওষুধ দেবার দরকার হয় না।

এই রকম কুয়াকে টিউবওয়েল বলে। এই কুয়া খুব গভীর।

এই জন্যে অনেক লম্বা নলের দরকার। নলের দাম বেশী।

এই কুয়াতে পাম্পও লাগাতে হবে। পাম্পেরও খুব দাম।

পড়শী বলল,

আমরা এত দামী নল লাগাতে পারব না। আমরা এত দামী পাম্প কিনতে পারব না।

আমরা কি করব ?

আনন্দ বই থেকে পড়ল,

দুই উপায়ে টিউবওয়েল করা যেতে পারে।

নিজেদের টাকা খরচ করেও করা যায়। অথবা সরকারী খরচেও করা যেতে পারে।

টিউবওয়েল করার বেশী খরচ সরকার দেবে। তোমাদের কম খরচ দিতে হবে।

যদি খরচ না দিতে চাও তো কুয়া করতে খাটতে হবে। অথবা কম টাকা দিতে হবে।

হয় খাটতে হবে নয় কম টাকা দিতে হবে। বেশী টাকা সরকার দেবে।



২০শ পাঠ

আনন্দ সুখী পরিবারের বই পড়ল

আনন্দ বই পড়ল।

সুখী পরিবারের বই পড়ল। সুখী পরিবার কী বইতে পড়ল।

আনন্দ পড়ে এসে বলল। গোলাপীকে বলল। সুখী পরিবারের অভাব নেই।

খাওয়ার অভাব নেই। পরার অভাব নেই। জমি জেরেতের অভাব নেই।

পরার অভাব নেই। জমি জেরে অভাব নেই। রোগ বালাই নেই।

আনন্দ সুখে থাকতে চায়।

গোলাপী সুখে থাকতে চায়।

আর চায়, তাদের সন্তান সুখে থাকে।

আনন্দ আর গোলাপীর সন্তান সুখে থাকে।

তাদের সন্তান বড় হয়। তাদের সন্তান মানুষ হয়। রোগ বালাই দূরে থাকে।

গোলাপী বল্‌ল,

পড়শী নিমাইয়ের অনেক ছেলেপুলে।

পড়শী নিমায়ের সন্তানেরা বড় ভোগে।

নিমাইয়ের সন্তানেরা বড় রোগা।

আনন্দ বল্‌ল,

নিমাই জমি বেচেছে। গরু বেচেছে। নিমাই অভাবে জমি গরু বেচেছে।
নিমাইয়ের সংসারে বড় অভাব।
কারণ নিমাইয়ের পরিবার খুব বড়। নিমায়ের পরিবারে তাই অভাব।

গোলাপী বলল,

নিমায়ের ছয়টি ছেলেপুলে। নিমাইয়ের সংসার তাই এত বড়।

আনন্দ বলল,

নিমাই ছেলেপুলেদের পেটভরে ভাত দিতে না।
নিমাই ছেলেপুলেদের জামা কাপড় দিতে পারে না।
নিমাই রোগ হলে ডাক্তার ডাকতে পারে না।
নিমাই ছেলেপুলেদের ইস্কুলে দিতে পারে না।

গোলাপী বলল,

আমরা সংসারে বেশী সন্তান চাই না। মানুষ না করতে পারলে সন্তান চাই না। ভাত দিতে না পারলে সন্তান চাই না। ইস্কুলে দিতে না পারলে সন্তান চাই না।
আমরা সুখী পরিবার চাই।

বইতে কি লেখা আছে।

আনন্দ বই পড়ল।

বইয়ে লেখা আছে,

একটু নতুন সন্তানের জন্ম মানে—
একটি মুখের ভাত চাই।
একটি নতুন ঘর চাই।
ইস্কুলে একটি নতুন পড়ার জায়গা চাই।
একটি নতুন চাকরীর জোগাড় চাই।

তা না হলে—

বাপ মায়ের বোঝা বাড়বে। দেশের বোঝা বাড়বে। সকলের বোঝা বাড়বে।

স্থখের পরিবারে তিনটির বেশী সন্তান না হওয়া উচিত।
গর্ভধারণের মধ্যে তিন বছর সময় থাকা উচিত।
গর্ভধারণে মায়ের শরীর দুর্বল হয়। গর্ভের পর মায়ের শরীর সারা চাই। সন্তানকে বড় করে তোলার সময় চাই। মায়ের আর সন্তানের জন্যে তিন বছর সময় চাই।

গোলাপী বলল,

আমাদের দুটি সন্তান। আমাদের বড় মেয়ে ইস্কুলে পড়ে।
আমাদের ছেলে ইস্কুলে যাবে। আমরা সন্তানদের ভাল করে মানুষ করব।

আনন্দ বলল,

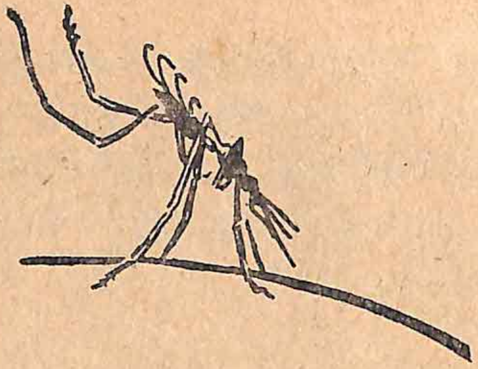
বইয়ে লিখেছে,
বাপ মাকে পরামর্শ নিতে।
ডাক্তারের পরামর্শ নিতে।
সরকার পরিবার আপিস খুলেছে। সেখানে ডাক্তার আছেন। তিনি পরামর্শ দেবেন।
ডাক্তারখানায় ওষুধ দেওয়া হয়। জন্ম রোধের উপায় শেখানো হয়। বিনা খরচে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।
এই ব্যবস্থা স্বামী নিতে পারেন। এই ব্যবস্থা স্ত্রীও নিতে পারেন। এই ব্যবস্থা স্বামী ও স্ত্রী দুয়ে নিতে পারেন।

গোলাপী বলল,

আমরা সরকারী ডাক্তারখানায় যাব। আমরা ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেব। সন্তান জন্মের কথা সব জানব।

আনন্দ বলল,

আমরা পড়শীদের জানাব বইতে কি লিখেছে। পড়শীদের সুখী পরিবার কি করে হয় জানাব।
পড়শীদের বলব ডাক্তারখানায় যেতে। পড়শীদের বলব ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে।



২১শ পাঠ

মশা মারা

গোলাপী বলল,

আমাদের ঘরে অনেক মশা। আমি সব মশা মারতে চাই।
কি ক'রে মশা মারবো ?

আনন্দ বই পড়্‌ল।

বইয়ে লেখা ছিল,

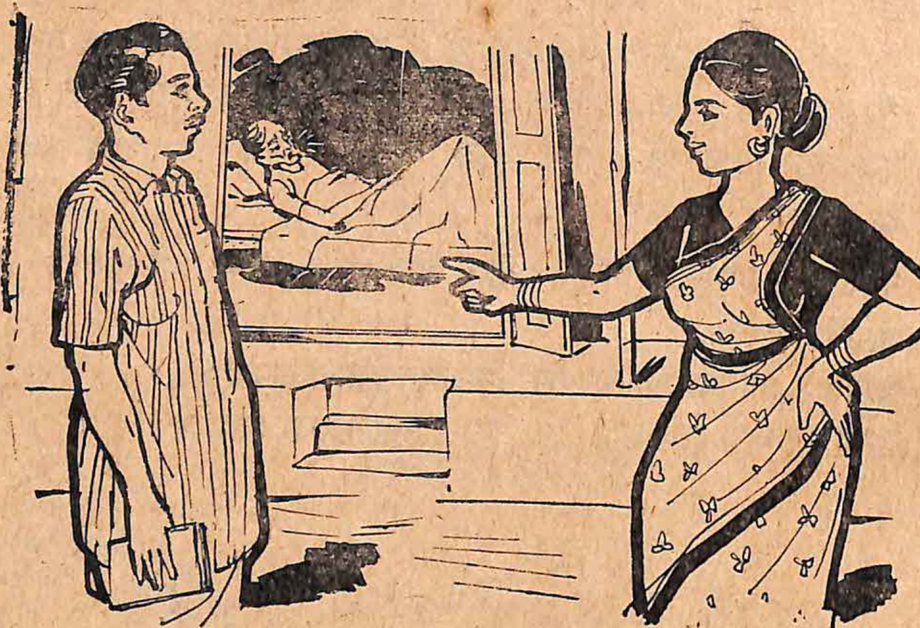
গেমেক্‌সিনে বা ডি-ডি-টিতে মশা ম'রে যায়।
গোলাপী দেয়ালে গেমেক্‌সিন বা ডি-ডি-টি ছড়িয়ে দিল।
দেয়ালে বসা সব মশা ম'রে গেল। গোলাপীর ঘরে আর মশা রইল না।
কিন্তু বাইরে থেকে মশা এল। গোলাপী বলল, এল কি করে ?

বইয়ে লেখা ছিল,

মশা জলে ডিম পাড়ে। দু'দিনেই ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসে।
এই বাচ্চা জলে থাকে। তারপর তা মশা হয়ে যায়।
সারা গাঁয়ে যেখানে মশার ডিম থাকতে পারে, সেখানে গেমেক্‌সিন বা ডি-ডি-টি ছড়িয়ে দাও। বাচ্চা সব মরে যাবে।
সব বাসনপত্র থেকে জল ফেলে দেবে। সব পিপে থেকে বাসী জল ফেলে দেবে।
তা হ'লে মশা ডিম পাড়তে পারবে না।

তা হ'লে ডিম থেকে বাচ্চা হবে না।
তা হ'লে বাচ্চা থেকে মশা হবে না। তারপর আর মশা হবে না।
গাঁয়ের লোকেরা একদিন সব বাসনপত্র থেকে জল ফেলে দিল।
সব ঘড়া থেকে জল বের করে দিল। সব পিপে থেকে জল বের করে দিল।
গাঁয়ে আর মশা রইল না। গাঁয়ে আর মশার ডিমও রইল না। গাঁয়ের পড়শীরা বলল,
আমরাও গেমেক্সিন বা ডি-ডি-টি দেওয়ালে ছড়াব।
তা হ'লে মশা হবে না। তা হ'লে ম্যালেরিয়া হবে না।





২২শ পাঠ

আনন্দের পড়শীর ক্ষয়রোগ ছিল

গোলাপী বলল,

আমাদের পড়শীর কাশি হয়েছে। আমাদের পড়শী গোবিন্দর কাশি হ'য়েছে।

ছ'মাস ধরে গোবিন্দর কাশি হয়েছে। গোবিন্দর খুব বেশী কাশি। গোবিন্দ দিন রাত কাশে।

রাতে তার জ্বর থাকে। রাতে তার ঘাম হয়। রোজ রোজ তার গায়ের জোর ক'মে যাচ্ছে।

তার খিদে পায় না। দিন দিন তার খিদে ক'মে যাচ্ছে। বইয়ে কি লেখা আছে ?

আনন্দ বলল,

বইয়ে লিখেছে, অনেক দিন ধরে যদি কাশি চলতে থাকে তা হ'লে হয়তো ক্ষয়রোগ হয়েছে।

রোজ রাতে যদি ঘাম হয়, তা হ'লে হয়তো ক্ষয়রোগ হয়েছে।

রোজ যদি খিদে না পায়, তা হলে হলে হয়তো ক্ষয়রোগ হয়েছে।
অনেক দিন ধরে জ্বর হ'লে তার হয়তো ক্ষয়রোগ হয়েছে।

গোলাপী বলল,
গোবিন্দর হয়তো ক্ষয়রোগ হ'য়েছে। রাতে তার ঘাম হয়। তার রাতে জ্বর আসে।
তার খিদে পায় না। তার ক্ষয়রোগ হয়েছে। আমরা কি করব?

বইয়ে লেখা ছিল,
ক্ষয়রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।
হাসপাতালে যদি নিয়ে না যাও, তা হ'লে রোগীকে আলাদা ঘরে রাখবে।
আনন্দ গোবিন্দকে দেখতে গেল।

আনন্দ বলল,
গোবিন্দ, তোমার খুব কাশি হয়েছে। ছ'মাস ধরে তোমার কাশি চলছে।
গোলাপী বলছে রোজ রাতে তোমার ঘাম হয়। তোমার পায়ের জোর কমে যাচ্ছে।
তোমার ক'ম খিদে পায়। হয়তো তোমার ক্ষয়রোগ হয়েছে।
তা হ'লে তোমার হাসপাতালে যাওয়া দরকার।
ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, তোমার ক্ষয়রোগ হ'য়েছে কিনা।

গোবিন্দ বলল,
আমার গায়ের জোর বড় কম। ডাক্তারের কাছে আমি যেতে পারব না।

আনন্দ বলল,
আমি ডাক্তার নিয়ে আসব। তারপর আনন্দ ডাক্তারের কাছে গেল।

সে ডাক্তারকে বলল,
আমার পড়শীর কাশি হ'য়েছে। আমার পড়শীর ছ'মাস ধরে কাশি হয়েছে।
আমার পড়শীর রাতে জ্বর আসে। আমার পড়শীর রাতে ঘাম হয়।
তার গায়ের জোর খুব কমে যাচ্ছে। তার খিদে পায় না।
ডাক্তার গোবিন্দকে দেখতে গেলেন। তিনি গোবিন্দকে দেখলেন।

ডাক্তার বললেন,

গোবিন্দ, তোমার ক্ষয়রোগ হ'য়েছে। তোমার হাসপাতালে যাওয়া দরকার।

গোবিন্দ বলল,

আমি হাসপাতালে যেতে চাই না।

ডাক্তার বললেন,

হাসপাতালে যদি না যাও, তবে তোমার আলাদা ঘরে থাকতে হবে।
নিজের ঘরের লোকদের ক্ষয়রোগ হ'তে দিও না।
নিজের ঘরের লোকদের ক্ষয়রোগের বীজাণু থেকে বাঁচাও।
নিজের গাঁয়ের লোকদের ক্ষয়রোগ থেকে বাঁচাও।
নিজের খাবার বাসন আলাদা রাখ।
তোমার বাসনে আর কাউকে খেতে দিও না।
তোমার বাসন আলাদা ধোবে।
ঘরের বাসনের সাথে তোমার বাসন ধোবে না।
কাশবার সময় মুখে কাপড় ঢাকা দেবে।
কাশির সময় রোগের বীজাণু ছয় ফুট দূরে যেতে পারে।
ঘরের লোকের দিকে মুখ ক'রে কাশবে না।
তা না হ'লে ঘরের লোকের ক্ষয়রোগ হবে।
মাটিতে থুথু ফেলবে না। মাটির ভাড়ে থুথু ফেলবে না।
ভাঁড়ের থুথুর উপর ছাই ছড়াবে।
যখন দরকার হবে, এই ছাইয়ের উপর থুথু ফেলবে। ভাঁড়ে ঢাকনি দেবে।
রোজ রোজ থুথুর উপর ছাই দেবে। ভাঁড়ে থুথু ফেলতে থাক। ভাত ঢেকে রাখবে।
তা হ'লে তোমার ঘরের লোকদের ক্ষয়রোগ ধরবে না।

ডাক্তার আরও বললেন,

গোবিন্দ, তুমি যদি হাসপাতালে না যাও, তা হ'লে বিছানায় শুয়ে থাকবে।

তুমি সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকবে।
তোমার ঘরের লোক তোমাকে খেতে দেবে।
তুমি বিছানাতেই শুয়ে থাকবে। এ জন্য গোবিন্দ বিছানায় শুয়ে রইল।
গোবিন্দ বিছানায় রোজ শুয়ে থাকত।
গোবিন্দর ঘরের লোক তাকে রোজ খাবার দিত।
তারা তাকে আলাদা বাসনে খাবার দিত।
গোবিন্দ মাটির ভাঁড়ে থুথু ফেল্‌ত।
তারা গোবিন্দর থুথুর উপর রোজ ছাই দিত।
গোবিন্দ ছাইএর উপর থুথু ফেলত।
তারা গোবিন্দর বাসন-পত্র আলাদা সাফ কর্‌ত।
তারা গোবিন্দর এঁটো খেত না। গোবিন্দর এঁটো তারা কাউকে দিত না।
গোবিন্দর এঁটোতে ক্ষয়রোগের বীজাণু ছিল। সে মাটির ভাঁড়ে থুথু ফেলত।
সে ভাঁড়ে ঢাকনি দিয়েছিল। গোবিন্দর থুথুতে ছাই দেওয়া হ'ত।
গোবিন্দ বিছানায় শুয়ে থাকত। গোবিন্দর ঘরের লোকের ক্ষয়রোগ হয় নি।
গোবিন্দ ভা'ল হয়ে গে'ছে। গোবিন্দ আনন্দর সঙ্গে দেখা করতে গেল।
গোবিন্দ আনন্দকে বলল,
তুমি বুদ্ধিমান লোক। তুমি পড়তে পার। এ জন্য তুমি ভাল ভাল কথা জান।



২৩শ পাঠ

শিশুর খাদ্য

গোলাপী আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, পড়া শেখা কি কঠিন ?

আনন্দ বলল,

না, পড়া শেখা কঠিন নয়। আমি তোমাকে পড়তে শেখাব।

গোলাপী বলল,

তুমি যদি আমাকে পড়াও, তা হ'লে পড়া কঠিন মনে হ'বে না।
আনন্দ গোলাপীকে পড়তে শেখাল।
আনন্দ আগে গোলাপীকে পুস্তক পড়াল। বইটি কঠিন ছিল না।
এখন গোলাপী পড়তে পারে।
আনন্দর বড় মেয়ে আশা তার ছোট শিশু নিয়ে বাপের বাড়ী এসেছে।
শিশু তিন মাসের।

আশা বলল,

আমি আমার শিশু নিয়ে এসেছি।

তার শরীর ভাল নেই। সে সুস্থ নয়।
আমার শিশুর জন্য কি করব?
গোলাপী জিজ্ঞাসা করল, শিশুর যত দুধ দরকার তা কি তোমার কাছ থেকে পায়?

আশা বলল,
তা পায় না, মা।

গোলাপী বই পড়ল।
বইয়ে লেখা ছিল,
শিশু তিন মাসের হ'লে তার বেশী দুধ খাওয়া চাই।
কিন্তু শিশু যখন সাত মাসের হয় তখন মা'র দুধ কমে যায়।
এজন্যে মার রোজ দুধ খাওয়া দরকার। মাকে বেশী দুধ খেতে হ'বে।

বই পড়ার পর গোলাপী বলল,
যদি তুমি শিশুকে দুধ খাওতে চাও, তা হ'লে তোমার নিজের বেশী করে দুধ খাওয়া দরকার। ঘোল খাওয়া ভাল।
আমাদের পড়শীর শিশু বেশ সুস্থ। তার মা রোজ দুধ ও ঘোল খায়।
শিশুর জন্যে তার প্রচুর দুধ হয়। তার শিশু বেশ সুস্থ, কিন্তু তোমার শিশু সুস্থ নয়।

আনন্দর মেয়ে বলল,
আমিও দুধ খাব। তা হ'লে আমার ছেলের জন্যে প্রচুর দুধ হবে। সেও সুস্থ হবে।

গোলাপী আবার বই পড়ল।
তাতে লেখা ছিল,
শিশু তিন মাসে হ'লে, তাকে কমলালেবুর রস দেবে।
তাকে কম ক'রে কমলালেবুর রস দেবে। প্রথমে তাকে খুব রস খাওয়াবে।
কমলার রস শিশুকে সুস্থ করে। কমলালেবু না পেলে, টমেটোর রস খাওয়াবে।
বাতাবিলেবুর রসও শিশুর পক্ষে খুব ভাল।
কমলালেবু বা টমেটো না পেলে, শিশুকে বাতাবিলেবুর রস খাওয়াবে।

আর কিছুই না পেলে, জলে পাতিলেবুর রস ও চিনি দিয়ে খাওয়াবে।

আশা বলল,

আমার টমেটো আছে। টমেটোর রস কি ক'রে তৈরি করতে হবে?

গোলাপী বলল,

টমেটোর রস যদি খাওাতে চাও, তা হ'লে টমেটোর রস ছেঁকে নেবে।

টমেটোর রস থেকে বীচি বাদ দেবার জন্যে ছাঁকতে হবে। শিশুকে বীচি খাওয়ান চলবে না।

টমেটোর রস শিশুকে খুব কম দেবে।

প্রতিদিন তুমি তাকে কম ক'রে কমলালেবু অথবা টমেটোর রস দেবে।

গোলাপী বলল,

আমার কমলালেবু নেই, টমেটো আছে। তুমি কিছু টমেটোর রস ছাঁকতে পার।

মনে রাখবে যে, সব বীচি বের করে ফেলতে হবে। তার মেয়ে টমেটোর রস ছাঁকল।

সে তার শিশুকে খুব কম রস দিল।

সে তার শিশুকে রোজ কম করে টমেটোর রস দিতে শুরু করল।

মেয়ে বলল,

মা আমি ত বাড়ী চলে যাব। আমি প্রতি মাসে ছেলের জন্য কি করব?

গোলাপী তার বই পড়ল।

তাতে লেখা ছিল,

শিশু যখন ছ'মাসের হবে, তখন তাকে কিছু সুজি দেবে।

প্রথম প্রথম প্রতিদিন তাকে খুব কম সুজি দেবে। সুজি খেলে শিশু সুস্থ হবে।

সুজি মিষ্টি করতে হ'লে তাতে কিছু গুড় ব্যবহার করবে। গুড় শিশুর পক্ষে ভাল।

আর কিছু দিয়ে মিষ্টি করবে না। গুড় বাচ্চাদের সুস্থ করে।

অন্য রকম মিষ্টি জিনিস শিশুদের পক্ষে ভাল নয়।

তাই সুজি মিষ্টি করবার জন্যে গুড় ব্যবহার করবে। গুড়ই ব্যবহার করবে।

আশা জিজ্ঞাসা করল, শিশুর জন্যে আর কি দরকার ?

গোলাপী বলল,

তোমার দুধ কম হ'লে, শিশুকে অন্য দুধ দেবে।
আরও কিছুদিন পরে, কিছু তরকারীও খেতে দেবে।
শিশুকে কিছু পালঙশাকও খেতে দেবে। কম জলে পালঙশাক সিদ্ধ করবে।
তারপর তা ছাঁকবে। শিশুকে পালঙের জল খেতে দেবে।
ছাঁকনিতে যা থেকে যায়, তা খেতে দেবে না।
তুমি শিশুকে ছোলার জলও খাওয়াতে পার। শাক-সিদ্ধ জল শিশুকে সুস্থ করে।

আনন্দ বলল,

আমার মেয়ে সুস্থ ছিল না। এজন্যে তার শিশুও সুস্থ নয়।

আনন্দর মেয়ে বলল,

আমি আমার মেয়েকে তরকারি-ছাকা রস দেব। তা হ'লে আমার মেয়ে সুস্থ হ'বে।
সেদিন থেকে আশা তার শিশুকে টমেটোর রস ও অন্য ছাঁকা রস খাওয়াতে লাগল।
তার শিশু সুস্থ ও বলবান হ'তে লাগল।
সে গাঁয়ের অন্য শিশুদের চেয়ে বেশী বলবান হল। সবাই আশাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার শিশুর গায়ে জোর ছিল না!
কিন্তু এখন সে আমাদের গাঁয়ের সব শিশুর চেয়ে সুস্থ ও বলবান।
তুমি এর জন্য কি করেছ ?

আনন্দর মেয়ে বলল,

আমার মা পড়তে জানেন।

তার বইয়ে লেখা আছে,

মায়ের দুধ খাওয়া খুব দরকার, তা হলে মা'র খুব বেশী দুধ হবে।
আমি দুধ খেয়েছি, তাতে আমার শিশু খুব দুধ পেয়েছে।

বইয়ে আরো লেখা আছে,

শিশু তিন মাসের হ'লে তাকে কমলালেবু বা টমেটোর ছাঁকা রস খাওয়ান দরকার।
এজন্যে আমি আমার শিশুকে টমেটোর ছাঁকা রস খেতে দিয়েছি।
বইয়ে এ কথাও লেখা ছিল, শিশু ছ'মাসের হলে, তাকে সুজি খাওয়াতে হবে।
তাকে তরকারী সিদ্ধর রস খাওয়াতে হবে।
আমি আমার শিশুকে পালঙের ছাঁকা রস খেতে দিয়েছি।
এজন্যে আমার শিশু তোমাদের শিশুর চেয়েও বেশী শক্ত ও বলবান।

সবাই বলল,

তোমার মা পড়তে জানেন। তিনি খুব বুদ্ধিমতী। আমাদের পড়তে শিখতে হবে। তা হ'লে আমরাও অনেক কিছু জানতে পারব।
আমাদের ছেলেমেয়েরাও সুস্থ থাকবে।





২৪শ পাঠ

আনন্দ ভাল জাতের মুরগীর বাচ্চা পালতে শিখছে

গোলাপী আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি পড়ছ ?

আনন্দ বলল,
আমরা কোন দিন ডিম খাই না।
বইয়ে লেখা আছে, ডিম আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল।
এতে আরও লেখা আছে, ডিম আমাদের বলবান করে।
বাচ্চাদের জন্যেও ডিম খুব ভাল। রোগীদের জন্যেও ডিম খুব ভাল।
সবার জন্যেই ডিম ভাল।

গোলাপী বলল,
ডিম আমাদের খেতেই হবে। কিন্তু ডিমের দাম অনেক।

আনন্দ বলল,
না, আমরা নিজেরাই মুরগীর বাচ্চা পালব।
আমার যদি মুরগী থাকে, তবে ডিমও হবে।

আনন্দ বই পড়ল,
বইয়ে লেখা ছিল,
সরকার ভাল মুরগী কম দামে বেচে।
তোমরা মুরগীর খামার হ'তে মুরগী কিনতে পার।
গোলাপী বলল,
ভাল মুরগী কম দামে পাবে।
আনন্দ বলল,
হাঁ, আমি মুরগীর খামারে যাব।
আমি একটা মোরগ ও দুটো মুরগী কিনব।
গোলাপী জিজ্ঞাসা করল,
তুমি মুরগীর খামারে কি কি জাতের মুরগী পাবে ?
আনন্দ বই পড়ল। বইয়ে লেখা ছিল,
মুরগীর খামারে বিলাতি সাদা ও লাল মুরগী বেচে থাকে।
সে সব মুরগী বড় ও বেশী ডিম দেয়।
আনন্দ মুরগীর খামারে গেল আর বলল,
আমি একটা মোরগ ও দু'টো মুরগী চাই।
যে মুরগী বড় ও বেশী ডিম দেয়, আমি সেই মুরগী কিনতে চাই।
মুরগীর খামারের লোকটি বলল,
এই মুরগীগুলো অন্য মোরগ থেকে আলাদা রাখতে হবে।
যদি অন্য মোরগের সঙ্গে এরা থাকে, তা হলে এদের ডিম ভাল জাতের হবে না।
আনন্দ বলল,
আমি বিলাতি লাল ও সাদা মুরগীর ডিম চাই।
আমি এদের অন্য মোরগ থেকে দূরে রাখব।
মুরগীর খামারের লোকটি বলল,
এদের আলাদা ঘরে রাখবেন। ঐ ঘরে অন্য মোরগ এদের সঙ্গে রাখবেন না।
লোকটি আনন্দকে মুরগীর ঘর দেখাল।

আনন্দ বলল,

আমিও এই মুরগীর ঘরের মত এদের ঘর করব।
আনন্দ নিজের মোরগ ও মুরগী বাড়ী নিয়ে এল।
সে এদের জন্যে ঘর তৈরী করল। সে মোরগ ও মুরগী এই ঘরে রাখাল।

সে আবার বই পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,

মুরগীদের রোজ পরিষ্কার জল খাওয়াবে। জল খুব পরিষ্কার হওয়া দরকার।
গোলাপী জিজ্ঞাসা করল, মুরগীদের আর কি দিতে হবে?

আনন্দ বলল,

মুরগীকে মকাই খেতে দেবে। তোমাদের মুরগীর জন্যে মকাই ভাল।
তুমি যদি তোমার মুরগী দিয়ে বেশী ডিম পাড়াতে চাও, তা হ'লে তাদের বেশী শস্য দেবে।
সব রকমের শস্য মুরগীর পক্ষে ভাল। এর বেশী শস্য খেলে, বেশী ডিম দেবে।
এরা কম শস্য খেলে কম ডিম দেবে। বেশী শস্য খেলে মুরগীর স্বাস্থ্য ভাল হয়।
এরা কম শস্য খেলে এদের স্বাস্থ্য ভাল হয় না। মুরগীদের সবুজ শাক খেতে দেবে।
আমি আমার মুরগীদের অনেক শস্য খেতে দেই।

আনন্দ আরো বলল,

এখন আমাদের ঘরে খাবার ডিম আছে। এখন আমরা অনেক ডিম পাব।

পড়শীদের সবাই বলল,

আনন্দ বুদ্ধিমান লোক। সে পড়তে পারে। আমরা পড়তে শিখব।



২৫শ পাঠ

আনন্দ মুরগীকে ভিটামিন খাওয়াতে শিখছে

মুরগীর বিষয়ে জানবার জন্যে আনন্দ তার বই রোজ পড়ত।
বইয়ে লেখা ছিল,
মুরগীর আমিষ খাদ্য দরকার।
গোলাপী জিজ্ঞাসা করল,
আমিষ খাদ্য কি ?
আনন্দ বই পড়ল।
তাতে লেখা ছিল,
আমিষ খাদ্যের মধ্যে মাছ ও মাংস আছে। আমিষ খাদ্যে মুরগী বড় হ'য়ে থাকে। আমিষে ডিম ভাল হয়। ডিম আমিষে তৈরী।
গোলাপী বলল,
মুরগীদের আমিষ খাদ্য দিতে হবে, তা জানলাম। আমিষ পাব কোথায় ?

কোন দোকানী তা বেচে ?

আনন্দ আবার বই পড়ল,

উই মুরগীর ভাল খাদ্য। উই থেকে মুরগী আমিষ খাদ্য পাবে।

গোলাপী জিজ্ঞাসা করল, আমরা কি করে উই আনব ?

আনন্দ তার বই পড়ল।

বইয়ে লেখা ছিল,

মাটিতে কিছু পাতা রাখ আর তা ভেজাও।

ভিজে পাতা যদি তোমার না থাকে, তা হলে মাটিতে গোবর রাখবে।

উই রাতে ভিজা পাতা খেতে আসে। এরা রাতে ভিজা পাতা খায়।

মাটিতে ভিজা গোবর খেতে এরা রাতে আসে। রোজ রাতে মাটিতে ভিজা পাতা রাখবে। পরদিন মাটি থেকে পাতা উঠিয়ে ফেলবে। মুরগীরা এই উই পোকা খাবে। এতে তারা আমিষ খাদ্য পাবে। এতে তারা বড় হবে। এতে ডিম ভাল হবে।

গোলাপী জিজ্ঞাসা করল, ম রগীদের আর কি চাই ?

আনন্দ বলল,

মু রগীদের ভিটামিন দরকার।

আমাদের যেমন ভিটামিন দরকার মু রগীরও তেমন ভিটামিন দরকার। তাদের ভিটামিন আবার তাদের ডিমে যায়। সেই ডিম থেকে আবার আমরা ভিটামিন পাই।

বইয়ে লেখা ছিল,

আমরা যখন ডিম খাই, তখন আমরা ভিটামিন খাই।

খাদ্যের মধ্যে যে জিনিস শরীরকে সুস্থ ও সবল করে তাকে ভিটামিন বলে। ভিটামিন মু রগীকে সুস্থ ও সবল করে। ভিটামিন মুরগীর ডিম বাড়ায়। ডিম খেলে আমাদের শরীর সুস্থ ও সবল হবে।

গোলাপী জিজ্ঞাসা করল,

কোথায় ভিটামিন পাব ?

আনন্দ পড়ল,

গজানো কলাইতে অনেক ভিটামিন আছে।

গোলাপী বলল,

আমার কাছে কলাই আছে। আমি কালাইতে কল বের করব কি করে?

বইয়ে লেখা ছিল,

কলাইতে কল বের করবার এক ভাল উপায় আছে। কলাই জলে ভেজাও।

তিন দিন ভিজিয়ে রাখ। যতক্ষণ কলাই এর কল বেশ খানিকটা লম্বা না হয়, যতক্ষণ ভিজিয়ে রাখবে।

কল বেশ খানিকটা লম্বা হ'লে তাতে ভিটামিন হয়। লম্বা কলে খুব ভিটামিন থাকে। মুরগীদের এই কলসুদ্ধ কলাই খেতে দেবে। এতে এরা ভিটামিন পাবে। এর ফলে ওদের ডিমে ভিটামিন যাবে। ডিমের ভিটামিন আমাদের সুস্থ ও সবল করবে।

আনন্দ কলাই তিন দিন ভিজিয়ে রাখল।

যতক্ষণ কলাইতে কল বেশ খানিকটা লম্বা না হ'ল, ততক্ষণ সে তা ভিজিয়ে রাখল। যখন কল বেশ লম্বা হ'ল, তখন সেই কল-বেরনো কলাই মুরগীদের খাওয়াল।

ভিজে কলাই মরগীদের পছন্দ হ'ল। সে রোজ মুরগীদের ভিজে কলাই অল্প করে খাওয়াত।

মরগী তাদের খাদ্যে ভিটামিন পেল। ডিমেও খুব ভিটামিন এল।

আনন্দ, গোলাপ আর তার মেয়ের শরীর সুস্থ ও সবল হ'ল।

এখন আনন্দের ডিম, ফল, তরকারি ও দুধ অনেক হ'ল।

গাঁয়ের আর সকলের থেকে তাদের শরীর সুস্থ ও সবল হ'ল।

লোকেরা বলল, আনন্দ খুব বুদ্ধিমান।

আনন্দ বলল,

আমি তোমাদের ভাল মুরগী দেব। তোমাদেরও ভাল মুরগী ও ভাল ডিম হবে।
